بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ اِلٰى اُمِّ مَلُوْمٍ اَلَّتِىْ تَاْكُلُ اللَّحْمَ وَسَلَامٌ قَوْلًامِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ تَشْرَبِ الدَّمَ وَتَهْشِمِ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ يَااُمَّ مَلُوْمٍ اِنْ كُنْتِ مُؤْمِنَةً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتِ يَهُوْدِيَّةً فَبِحَقِّ مُوْسٰى الْكَلِيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَنْ لَّااَكَلْتِ لِفُلَانٍ ..... এইখানে রোগীর নাম ..... بْنِ فُلَانَةٍ রোগীর বাপের নাম لَحْمًا وَّلَاتَشْرَبْ لَهٗ دَمًا وَّلَاهَشْمَةً لَّهٗ عَظْمًا وَّتَحَوَّلُوْا عَنْهُ اِلٰى مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَلَااِلٰهَ اِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَاِلَّا فَاَنْتِ بَرِيْئَةٌ مِّنَ اللهِ تَعَالٰى بَرِىٌّ مِّنْكِ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

৯। আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া পূর্ববৎ ধুইয়া সেবন করাইবে।

সর্বদা সেবা শুশ্রূষার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে বেশী গরম বা ঠাণ্ডা লাগতে না পারে এবং যাহাতে নিয়মিত প্রস্রাব ও পায়খানা হয়, সে জন্য ঔষধ ও তদ্‌বীরের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেই হইবে।

জ্বরের পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—নব জ্বরে মিছরি, বাতাসা, ডালিম, কিস্‌মিস, খৈ-এর মণ্ড, পানি সাগু, এরারুট, বার্লি, প্রভৃতি লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে। গরম পানি ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিবে। শ্লেষ্মা জ্বরে , বাতজ্বরে ঈষদুষ্ণ পানি পান করিতে দিবে। জ্বর বিরামের দুই তিন দিন পর বা অধিক দিন পরও অন্ন পথ্য দিবে না। ঐ কয়েকদিন পল্‌তায় বড়া, বাডাল্‌না, কৈ, মাগুর বা শিঙ্গি মাছের ঝোল, খুব বেশী ক্ষুধা হইলে ২/১ খানা ফুল্‌কা রুটীর ব্যবস্থা করিবে। তৎপর যখন শীররের সমস্ত গ্লানি দূর হইবে রোগীর অন্ন লিপ্সা হইবে, তখন অতি সূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ বা মসুরের ডাল, কৈ, মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎসের ঝোল, মানকচু, ডুমুর ইত্যাদি লঘু তরকারীর ব্যবস্থা করিবে। অন্ততঃ ৫/৭ দিন পর্যন্ত দুইবেলা অন্ন ভোজন করিতে দিবে না। রাত্রিতে ক্ষুধা অনুযায়ী সাগু বা হাল্‌কা রুটীর ব্যবস্থা করা যাইতে পরে।

বিষাণ জ্বর, জীর্ণ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু রোগে দিনের বেলা পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ বা মসুরের ডাল, কৈ, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি ছোট মাছের ঝোল, কফি বেগুন, কাঁচ কলা, ঠেটে কলা, কচি মূলা, পটোল, উচ্ছে, করলা, ঝিঙে ও কাকরোল প্রভৃতি হালকা তরকারী দেওয়া চলে। রোগী অত্যন্ত দুর্বল বা ক্ষীণ হইলে কবুতর, মুরগী, কিংবা বকরীর গোশ্‌তের জুশ ব্যবস্থা করিবে। কাগজী লেবু, এক বল্‌কা দুধ, অমৃত ফল। রাত্রিকালে ক্ষুধা অনুসারে রুটী, পাউরুটী, সাগু, এরারুট বা বার্লি সেব্য। জ্বরের আধিক্য থাকিলে দিনের বেলা অন্ন না দিয়া কোন লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

কুপথ্য—যতদিন রোগী বলবান না হয় ততদিন সর্বপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য, কফ বর্ধক দ্রব্য ভোজন, তৈল মর্দন, স্নান, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবা নিদ্রা, ক্রোধ, ঠাণ্ডা পানি সেবন বা প্রবল বায়ু সেবন অহিতকর।

অগ্নি-দগ্ধ

সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত যাহাতে গায়ের-কাপড়ে আগুন লাগিতে না পারে বিশেষতঃ ছোট ছেলে-মেয়ের প্রতি এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত অপরিহার্য। গ্রাম্য মেয়েরা এ ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। ফলে প্রায়ই বহু লোককে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে হয়।

অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা

১। চুনের স্বচ্ছ পানি ও নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে জ্বালা-যন্ত্রণা আশু নিবারিত হয়।

২। ক্ষতস্থানে মধু মাখাইয়া উহার উপর যবচূর্ণের লেপ দিলেও জ্বালা নিবারণ হয়।

তিল ও যব পোড়াইয়া উহার ভস্ম দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লুচী ভাজা ঘৃত মাখাইয়া খাইলে সকল প্রকার ক্ষত শুকাইয়া যায়। মাখন সর্বপ্রকার ক্ষত ও অগ্নিদগ্ধ জাত ঘায়ের এবং ব্রণ ও ফোঁড়ার মহৌষধ।

দাদ

১। শোধিত গন্ধক চূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশাইয়া ২/৪ দিন দাদে লাগাইলে দাদ বিনষ্ট হয়; কিন্তু উহা দাদে লাগাইবার পূর্বে ডুমুর পাতা প্রভৃতি দ্বারা দাদ ঘর্ষণ করিয়া লইবে।

২। চাকুন্দের বীজ, জীরা ও পদ্ম গুলঞ্চের মূল পানিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

৩। চাকুন্দে বীজ, আমলকী ধুনা ও মনসার আঠা এই সমুদয় কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ প্রশমিত হয়।

৪। চাকুন্দের বীজ, কুড়, সৈন্দব, শ্বেত সরিষা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য পানির সহিত কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

কাউর চিকিৎসা

একটি সজল নারিকেলের মধ্যে কতকগুলি চাউল রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পর যখন উহা পচিয়া যাইবে তখন ঐ পচা চাউল ও পানি উত্তমরূপে ছানিয়া ঘা প্রলিপ্ত করিলে অল্প দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া যায়। উহা খোস্ পাঁচড়ারও মহৌষধ।

খোস্ চুল্কনা

১। গন্ধক চূর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তাহা সূর্য তাপে উত্তপ্ত করত প্রলেপ দিলে খোস্ চুল্কনা, কাউর ঘা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

২। আকন্দ পাতার রস ও হরিদ্রার কল্কসহ সরিষার তৈলে পাক করিয়া তাহা লাগাইলে খোস্ পাঁচড়া, ঘা শুকাইয়া যায়। কিন্তু অশুষ্ক পাঁচড়া প্রথমাবস্থায় কখনও শুষ্ক প্রলেপ দিবে না। কারণ ভিতরকার দূষিত পদার্থ বাহির হইতে না পারিলে নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা দিতে পারে। প্রচুর পরিমাণ দূষিত পুঁজ, রস বাহির হওয়ার পর উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩। প্রতিদিন প্রত্যুষে কাঁচা হরিদ্রা ইক্ষু গুড়সহ চিবাইয়া ভক্ষণ করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া খোস্-পাঁচড়া প্রভৃতি নিরাময় হইয়া থাকে।

মুখের মোচতা

১। রক্ত চন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোষ, প্রিয়ঙ্গুর, নূতন বটের অঙ্কুর ও মসুরী এই সমুদয় বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের মোচতা বিনষ্ট হয়।

২। কিছুটা মসুরী পানিতে ভিজাইয়া দুধের সর (মালাই) সহ ঐ মসুরী পেষণ করিয়া এক সপ্তাহ মুখে লাগাইলে মুখের যাবতীয় দাগ দূর হইয়া মুখ লাবণ্যময় ও মোলায়েম হইয়া উঠে।

৩। লোষ, ধনে, বচ অথবা শ্বেত সরিষা, বচ ও লোধ, সৈন্দব লবণ পানিতে পেষণ করিয়া মুখে লাগাইলে মুখের দাগ বিনষ্ট হয়।

পিট চাল

ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক ব্যাধি। ইহার প্রারম্ভেই সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। এতটুকুও বিলম্ব করিবে না।

তদ্‌বীর

১। ৩ বার اٰية اَفَحَسِبْتُمْ পড়িয়া পানিতে দম করিয়া সেবন করিলে ভিতরের যে কোন দূষিত পদার্থ ভাসিয়া উঠে।

২। ১০ বার رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ

১০ বার مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا

পড়িয়া তৈলে দম দিয়া লাগাইলে যে কোন প্রকার যখম, খোস্-পাঁচড়া, ঘা, নালী ঘা অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রশমিত হয়।

আঘাত

আঘাত লাগামাত্র পানি দ্বারা খুব ভালভাবে মালিশ করিবে। কোন স্থানে হাড় ভাংগিয়া থাকিলে কিংবা বড় বেশী রকম আঘাত হইলে সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শ্বিত্র রোগ (পাতরী)

হাতে, মুখে, কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানে, আবার কাহারও সর্বাঙ্গে শ্বেত রোগ দেখা দিয়া থাকে। মারাত্মক কিংবা খুব কষ্টদায়ক না হইলেও বড় কুৎসিত ব্যাধি।

চিকিৎসা

১। সোমরাজী বীজ এবং এক চতুর্থাংশ শোধিত হরিতাল গোমূত্রে মর্দন করিয়া প্রতিদিন প্রলেপ দিলে ধবল লয় প্রাপ্ত হয়।

২। হাতীর বা চিতা বাঘের চামড়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম সরিষার তৈলে আপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিলে উহা বিদূরিত হয়।

৩। কুঁচফল ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। মনছাল ও আপাঙ্গক্ষরে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও ধবল বিনষ্ট হয়।

৫। গন্ধক, হীরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য পানিতে পিষিয়া প্রলেপ দিলে ধ্বল বিনষ্ট হয়। ইহা শ্বেত রোগের মহৌষধ।

বিষ চিকিৎসা

বিষ দুই প্রকার—(১) জঙ্গম বিষ ও স্থাবর বিষ। সর্প প্রভৃতি প্রাণীর বিষকে জঙ্গম বিষ এবং উদ্ভিদ ও ধাতব দ্রব্যের বিষকে স্থাবর বিষ বলা হয়।

বমনের ন্যায় সর্বপ্রকার বিষ নিষ্কাশক ঔষধ আর নাই। শরীরের ভিতর বিষ ঢুকিবামাত্র প্রচুর বমনের ব্যবস্থা করিবে।

জঙ্গম বা স্থাবর যে কোন বিষই হউক না কেন রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না।

স্থাবর বিষ চিকিৎসা

১। দারমেছে, আফিং প্রভৃতি যে কোন প্রকার বিষ ভক্ষণ করুক না কেন; তৎক্ষণাৎ তিন তোলা আদার রসের সহিত চারি আনা পরিমাণ হিং মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

২। কলমী শাকের ডাটা ও পাতার রস ২ ছটাক পরিমাণ সেবন করাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎবমি হইয়া উপকার দর্শিবে। অবশ্য অভিজ্ঞ ডাক্তার বা হেকিম নিকটে থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

জঙ্গম বিষ চিকিৎসা

সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত জানোয়ার দংশন করিলে কিংবা দংশন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থানের ঊর্ধ্বভাগে খুব কষিয়া বাঁধিবে। এই নিয়মটি দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। উহা খুবই উপকারী।

১। সোহাগার খৈ কিংবা আকন্দের মূল পানিতে পিষিয়া পান করিলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

২। ঈচার (গাছ বিশেষ) মূল চিবাইয়া উহার রস ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার সর্প বিষ বিনষ্ট হয়।

৩। বিষাক্ত সর্প মারিয়া উহার মাথার পিছনের হাড় সঙ্গে রাখিলে সর্প দংশন হইতে নিরাপদ থাকা যায় এবং ঐ হাড়খানা চূর্ণ করিয়া পানির সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সর্প দংশিত রোগী পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। (اَلرَّحْمَةُ فِى الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ)

৪। ইচার মূল সঙ্গে রাখিলে সাপে দংশন করে না, চিবাইয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা সাপের মাথার উপর ধরিলে সাপ আর মাথা উঁচু করিবে না।

৫। সাপের দংশন করিবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্‌না কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে পারিলে আশা করা যায়, বিষ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিবে না; কিন্তু ঐ কাপড় খানা পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবে।

৬। শুক্‌না চুন ৬ মাষা, মধু ২ তোলা, মিশ্রিত করিয়া দষ্ট স্থানে প্রত্যেক প্রহরে লেপ বদলাইয়া দিলে শরীরের ভিতরকার বিষ চোষণ করিয়া থাকে।

৭। ৵০ পরিমাণ মুরগীর বিষ্ঠা, ৵০ লোশাদার এই পদার্থ দুইটি পানিতে খুব মিশ্রিত করিয়া উহা গরম করত রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ বমির সঙ্গে সঙ্গেই বিষ বাহির করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিবে। (اَلرَّحْمَةُ فِى الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ)

৮। স্মরণ রাখা উচিত, সর্প দংশনের সঙ্গে সঙ্গে ৪/৫ অঙ্গুলি উপরে রশি দ্বারা ডোরা বাঁধিবে।

৯। যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন হিম্মৎ করিয়া যখমের মুখে মুখ লাগাইয়া চোষণ করিয়া বিষ বাহির করিবে; কিন্তু সাবধান যেন বিষ পেটের ভিতর না যায়; কুল্লিরূপে ফেলিয়া দিবে বার বার এরূপ করিলে সম্পূর্ণ বিষ বাহির হইয়া যাইবে। চোষণকারীর পেটে কিছু বিষ গেলে অবশ্য প্রাণহানির ভয় নাই। শুধু দাস্ত বমি হইতে পারে, উহা দ্বারা তাহার স্বাস্থ্যের মহা উপকারও সাধিত হইবার খুবই সম্ভাবনা।

তদ্‌বীর

১। হাত বা পায়ের অঙ্গুলিতে ডোর বাঁধিয়া একজনে উহা ডান হাতে বাম হাত করে টানিবে এবং একজনে সূরা-ফাতেহা পড়িয়া কাপড়ের পাকা ছড়া দ্বারা বোধহীন জাগা থেকে জোরে আঘাত করিবে এবং দম দিবে। এক ঘণ্টা পর বিষ ডোর বাঁধা স্থানে থাকিলে উহা মোক্ষণ করিয়া ফেলিবে।

২। ২১ বার بسم الله الرحمن الرحيم কাগজে লিখিয়া তৎসঙ্গে—

س ل ا م ع ل ى ن و ح ى ا ل ع ا ل م ى ن و محا حا লিখিয়া পানিতে ধুইয়া সেই পানি রোগীকে পান করাইলে বমি হইয়া তখনই বিষ বাহির হইয়া যাইবে।

৩। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ঘরের চারি কোণে লোহার তাবীজে পুরিয়া রাখিলে ঐ ঘর হইতে সাপ বাহির হইয়া যাইবে এবং আর ঢুকিবে না।

١١ ٦ ١١ ١٧٨١ ح ٥٥ ١١٧ ١١٥ و و ٧ وو اه يرو ١١م ١١ اح ط ٥٥ ٨

—হায়াতুল হায়ওয়ান

—সাপে কাটা রোগীকে একটি বকুলের দানা খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

রোগী বেহুঁশ হইয়া গেলে তুঁতে পোড়া চূর্ণ একটি বড়ি পরিমাণ কাগজে ঢাকিয়া রোগীর নাকের কাছে রাখিয়া ফুঁক দিবে। যেন ঐ ঔষধ মগজে পৌঁছিয়া যায়। ইহাতে আশাতীত ফল লাভ হয়।

এক আনা পরিমাণ নিশাদল ও এক আনা পরিমাণ চুন শিশিতে রাখিয়া রোগীকে শোঁকাইলে মাথার বিষ নামিয়া আসিবে।

লজ্জাবতীর পাতা দ্বারা রোগীর মাথা হইতে নীচে পর্যন্ত মুছিয়া নামাইলে সাপের বিষ নষ্ট হইবে।

কার্বলিক এসিড বা নিশাদল ঘরে রাখিলে সাপ তথা হইতে পলায়ন করে।

রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে ২ মাষা ফিটকারী পানিতে গুলিয়া সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হইয়া রোগী চৈতন্য লাভ করিবে।

কেহ দূরদেশ হইতে কোন লোকের সর্প দংশনের খবর লইয়া আসিলে সংবাদ দাতার কপালে (ললাটে) قَالَ اَلْقِهَا يَامُوْسٰى فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى এবং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি কিঞ্চিৎ জোরে মারিবে। সাত বার এরূপ করিলে দূরবর্তী রোগীও ভাল হইবে।

বিচ্ছু, ভীমরুল, বোল্‌তা প্রভৃতির দংশনে কর্পূর পানিতে ভিজাইয়া কিংবা ছিরকা অথবা ঠাণ্ডা পানিতে কাপড় ভিজাইয়া দষ্ট স্থানে রাখিবে।

মরিচ, শুঁঠ বালা ও নাগেশ্বর বাটিয়া প্রলেপ দিলে মধু মক্ষিকা, ভীমরুল প্রভৃতির যাবতীয় বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিচ্ছুর দংশনের সঙ্গে সঙ্গে উহাকে মারিয়া উহার নাড়ীভুঁড়ী দষ্ট স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎই বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

কুকুরের বিষ

৪০ বার اَللهُ الصَّمَدُ কাঁসার থালায় পড়িয়া সাপ কিংবা কুকুর বা শিঙ্গি মাছ দংশিত রোগীর পিঠে লাগাইলে বিষ থাকাকালীন ঐ থালা পড়িবে না। বিষ নষ্ট হইয়া গেলে ঐ থালাও পড়িয়া যাইবে।

ধুতুরার পাঁচটি ফুল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া তিন দিন খাইলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

কুকুর অথবা শৃগাল দংশন করিলে এক খণ্ড রুটির উপর—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

লিখিয়া রোগীকে খাওয়াইবে। ৪০ দিন এরূপ করিতে হইবে।

জলাতঙ্ক

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগাল কামড়াইলে পর চিকিৎসার অবহেলার দরুন জলাতঙ্ক ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। জলাতঙ্ক এক মহা মারাত্মক ব্যাধি।

চিকিৎসা—সম পরিমাণ দুধ ও আকন্দ পাতার রস নূতন মেটে পাত্রে রাখিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। সমস্ত দিন চিড়া-ভাজা ও খাঁটি দুধ ভিন্ন অন্যকিছু খাইতে দিবে না। একদিনে আরোগ্য লাভ না হইলে দুইদিন খাইতে দিবে। খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

১ সের নোশাদার ৫ সের পানিতে গুলিয়া সাপের গর্তে ভরিয়া দিলে সাপ বাহির হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে ঘরে ছিটাইলে ঐ ঘরে সাপ আসিবে না।

সাপের গর্তে রাই সরিষা ভরিয়া দিলে সাপ মরিয়া যায়। বিছানায় রাই সরিষা রাখিলে সাপের ভয় থাকিবে না। মানুষের মুখের লালা সাপের মুখে লাগিলে তৎক্ষণাৎ সাপ মরিয়া যায়।

—হায়াতুল হায়ওয়ান

বাল্য রোগ

গর্ভিনীর চিকিৎসার শেষ ভাগে বলা হইয়াছিল, নবজাত শিশুর গলায় রূপার তখতি লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে। তৎসঙ্গে حرزابی دجانه তাবীজ করিয়া ব্যবহার করিতে দিলেও খুব উপকার হয়। খোদা চাহে ত বহু বিমারী বিশেষতঃ জীনের আছর থেকে নিরাপদ থাকিবে।

হেরযে আবি দোজানা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِيْنَ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّا لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ سَعَةٌ فَاِنْ تَكُ عَاشِقًا مُرِيْعًا اَوْفَاجِرًا مُقْتَحِمًا اَوْرَاعِيًا حَقًّا مُبْطِلًا هٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُقْلَبُوْنَ حٰمٓ لَا تُنْصَرُوْنَ حٰمٓعٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ فَسَيَكْفِيْكَ هُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

মায়ের স্বাস্থ্য ও মনের সহিত শিশুর স্বাস্থ্য ও মনের নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে মায়ের স্বাস্থ্য ও মন সর্বদা সুস্থ থাকে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

সাধারণতঃ মায়ের শরীরের রক্ত ভাল না থাকিলে গর্ভে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে, কিংবা জীবিত ভূমিষ্ঠ হইলেও প্রায়ই নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এসব ব্যাপারে সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ক্রন্দন না করিলে আস্তে আস্তে পিঠে আঘাত করিয়া কিংবা পা দুখানা ধরিয়া উপুড় করিয়া উহাকে ক্রন্দন করাইতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধের দ্বারা শিশুর চিকিৎসা করিতে হইলে লক্ষ্য রাখিবে যেন খুব গরম (ধাতু-গঠিত) ঔষধ প্রয়োগ করা না হয় এবং খুব ঠাণ্ডা, কর্পূর ইত্যাদিতে প্রস্তুত ঔষধও না হয়। শিশুকে লঙ্ঘন (উপবাস) দিবার প্রয়োজন হইলে শিশুকে লঙ্ঘন না দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে উপবাস

করিতে দিবে এবং সর্বদা মাতা বা ধাত্রীর খাদ্য-খাদক ও চলাফিরা করিতে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

সদা-সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে শিশুর দুগ্ধ পান করিবার পর ২ ঘণ্টার মধ্যে টক জাতীয় কোন দ্রব্য খাওয়ান না হয়। কারণ দুধ ও টক একত্রে ষ্টমাকে দুধ নষ্ট হইয়া যায় এবং হজমের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

নবজাত শিশু স্তন্য পান না করিলে অমলকী ও হরিদ্রা চূর্ণ ঘৃত ও মধুতে মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে।

যে শিশু স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া বমি করিয়া ফেলে তাহাকে বৃহতি ও কণ্টকারী ফলের রস খাওয়াইবে।

গরুর দুধ খাইয়া বমি করিলে দুধের সহিত এক ফোঁটা চুনের পানি মিশাইয়া দুধ সেবন করাইবে। স্তন্য দুধের অভাব হইলে ছাগলের দুধ পান করাইবে। স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَّمَا هُوَاِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ـ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ـ

একবার পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে খাইতে দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ দুধ বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম আয়াতের الرضاعة পর্যন্ত বাদ দিয়া অন্যান্য আয়াত পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া গাভীকে খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় এবং ঐ আয়াত পড়িয়া গমের আটায় দম দিয়া সাত দিন খাওয়াইলে গাভী শান্তভাবে দোহন করিতে দিবে।

শিশুর গলায় শ্লেষ্মা বসিলে শুঁঠ, পিপুল, গোল মরিচ, হরিতকী, হরিদ্রা ও বচ বাটিয়া উপযুক্ত পরিমাণে দুধের সহিত মিশাইয়া সেই দুধ পান করাইবে।

আমের আটার মজ্জ খৈ ও সৈন্দব পেষণ করিয়া মধুসহ চাটিয়া খাইতে দিলে শিশুর বমন নিবারণ হয়। চিনি মধু ও লেবুর রসের সহিত পিপুল ও গোল মরিচ চূর্ণ লেহন (একটু একটু চাটিয়া খাওয়া) করিলে শিশুর হিক্কা ও বমি নিবারণ হয়।

শিশুর জ্বর অতিসার, শ্বাস, কাশ ও বমন হইলে—মুতা, পিপুল, আতইচ, কাঁকড়া শৃঙ্গির চূর্ণ চাটিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শায়।

বালকের আমাতিসারে—লবঙ্গ, জায়ফল, জীরা ও সোহাগার খৈ এই চারিটি দ্রব্যের সমানভাগ চূর্ণ একত্রে খাইতে দিবে।

উপরোক্ত দুইটি রোগে পানিতে একবার সূরা-ক্বদর পড়িয়া দম দিবে ঐ পানিতে—
لَافِيْهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ তিনবার পড়িয়া দম দিবে এবং ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা মেশ্‌ক জাফরান দ্বারা তাবীজ লিখিয়া ঐ পানিতে চুবাইয়া রাখিয়া উহা পান করিতে দিবে। এই পানি কলেরা অতিসার প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ায় ও সূতীকায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অতিসার রোগ প্রবল হইলে চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা উক্ত কালি দ্বারা লিখিয়া পান করিতে দিবে। এবং সরিষার তৈলে ৩ বার اٰية اَفَحَسِبْتُمْ ১১ বার আয়াতে-কোত্‌ব পড়িয়া দম

দিয়া সমস্ত শরীর অবশ করিয়া মালিশ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বিশেষতঃ মাথা ডাবা বিদূরিত হয়।

তিল ও যষ্ঠিমধু বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তিল, তৈল, চিনি ও মধু মিশাইয়া খাওয়াইলে শিশুদের রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

বটের মূল পেষণ করিয়া আতপ চাউল ধোয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে শিশুদের দুর্ণিবার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয়।

ধাত্রী বা মাতার স্তন্যদুগ্ধ দূষিত হইলে উহা শিশুকে খাইতে দিবে না এই দুধ শিশুদের জন্য বিষতুল্য।

স্তন্য-দুগ্ধ নষ্ট হইবার তিনটি কারণ

১। জিনের আছরের দরুন দুধ নষ্ট হইলে সংশোধক ঔষধ ও তদ্‌বীরের সঙ্গে সঙ্গে জিনের তদ্‌বীরও করিবে।

২। স্বামী-সঙ্গম (অনিয়মে-কুনিয়মে)

৩। অনুপযুক্ত আহার-বিহার করাতে মাতার দুষ্ট রস ও রক্ত বৃদ্ধি পাইয়া দুধ নষ্ট হইয়া থাকে। আসল কারণ নির্ণয় করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে।

প্রত্যেক জোগার ২/১ দিন পূর্বে মাতাকে লঙ্ঘন দিবে। নিম্নোক্ত পাঁচনটিও সেবন করাইবে।

হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্ঠিমধু। ..... অথবা

বচ, মুতা, আতইচ, হরিতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর। ইহাদের পাঁচন প্রস্তুত করিয়া মাতাকে সেবন করাইলে স্তন্য-দুধ শোধন হইয়া থাকে।

শুক্‌না মাটিতে ৭ বার নিম্নোক্ত দো'আটি পড়িয়া মুখের থুথুসহ ৭ বার দম করিবে এবং ঐ মাটি দৈনিক ৫/৬ বার স্তনে লেপ দিতে দিবে।

মনছাল, শঙ্খনাভী, পিপুল, ও রসাঞ্চন মধুর সহিত মর্দন করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বালকের সকল প্রকার চক্ষু পীড়া বিনষ্ট হয়।

দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর জ্বর, দাস্ত, আক্ষেপাদবী নানা প্রকার পীড়া দেখা দিয়া থাকে। সে অবস্থায় বিশেষ চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া শিশুকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। দাঁত উঠিয়া গেলে আপনা থেকেই উহা দূর হইয়া যায়।

এক বোতল গোলাপ পানির মধ্যে ।।০ ছটাক লবঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া ৪০ দিন রৌদ্রে রাখিবে এবং উহা নড়াচড়া দিবে। ৪০ দিন পর উহা হইতে ৩ মাশা পরিমাণ দৈনিক খালি পেটে সেবন করিবে। শিশুর পেটের পীড়ায় ইহা বহু পরীক্ষিত।

উম্মুছ-ছিব্‌ইয়ান

এই রোগে শিশু একদম বেহুঁশ হইয়া যায়। হাত পা বাকা হইয়া যায়। মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে থাকে। ইহা মৃগী সদৃশ, বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ইহার চিকিৎসা করাইবে।

মুখ পরিষ্কার করিয়া দিবে। ঐ অবস্থা হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজু ও রান কষিয়া বন্ধন দিবে। সর্বদা পরিষ্কার তৈল মালিশ করিতে থাকিবে। হেরজে আবি দোজনার সহিত আয়াতে শেফা লিখিয়া তাবীজ ব্যবহার করিতে দিবে। আয়াত পড়িয়া দৈনিক সকাল বিকালে দম দিবে।

অনেক সময় শিশু দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে, এমতাবস্থায় রোগ ও তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবে।

তালুর উপরিস্থিত নরম জায়গার স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেলে اَفَحَسِبْتُمْ ৩ বার পড়িয়া সরিষার তৈলে দম দিয়া উহা দ্বারা তালু ভিজাইয়া রাখিবে। শিশুর হাতে পায়ে প্রতিদিন মেন্দি লাগাইবে। মাতা বা ধাত্রীকে ঠান্ডা খাইতে দিবে।

বুকে বেদনা হইলে তাহা কোন্ ধরনের বেদনা তাহা নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শিশুর ক্রন্দন

কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে। ক্রিমির থেকে পেটে বেদনা হইলে কিছুটা কেরোসিন তৈল কানে, নাকে ও গলায় মালিশ করিবে এবং আর কিছু তৈল পেটে বার বার আস্তে আস্তে মালিশ করিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ পেটের ক্রিমি বেদনা নিরাময় হইয়া তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভ করিবে। নিম্নোক্ত তাবীজটিও বিশেষ উপকারী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيْطَانُنَا لِبَيْتِ سَقْفِنَا كٓهٰيٰعٓصٓ كِفَايَتُنَا حٰمٓعٓسٓقٓ حِمَايَتُنَا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اِنَّ وَلِيِّ َ اللهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

ঘুমের মধ্যে শিশু চিৎকার করিলে উক্ত তাবীজটিতে বিশেষ উপকার হইবে।

শিশুর কর্ণ রোগ

কর্ণ রোগ অধ্যায় দেখিয়া বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে। অবশ্য কান পাকা রোগ হইলে যথা সম্ভব খাবার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাই ভাল। সর্বদা কান পরিষ্কার করিয়া রাখিবে এবং মাছি বসিতে দিবে না।

মুখ দিয়া অতিরিক্ত লালাস্রাব হইলে তিন মাশা জওয়ারেশ মোছতগী সেবন করাইবে। এই ঔষধ হেকিমী দোকানে পাওয়া যায়।

শিশুর জন্ম হইতেই লক্ষ্য করিয়া মধুর সহিত একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া মাঝে মাঝে জিহ্বায় মালিশ করিলে মুখে ঘা ন্যাচা প্রভৃতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। ছোট ক্রিমি শিশুর মলদ্বারে খুব উপদ্রব করিলে খুব ঝুনা নারিকেলের দুধ দানাদার খেজুরের গুড়ের অথবা মিছরির সহিত খাইতে দিবে।

চাকের মোম গলাইয়া উহার সহিত শুক্‌না মিন্দিপাতা পিষিয়া শিশুর অঙ্গুলির ৪ অঙ্গুলি, বর্তি প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বর্তি কিছুক্ষণ মলদ্বারে ঢুকাইয়া রাখিবে, পরে ধীরে ধীরে বাহির করিবে। পোকা ও ছোট ক্রিমি উহার সহিত বাহির হইয়া আসিবে। সর্বদা বাসি খাদ্য-খাদক হইতে বিরত থাকিবে।

দীর্ঘদিন রক্ত আমাশয় থাকিলে হালিশ বাহির হইয়া থাকে। উহার পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করাইবে।

তদ্‌বীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَ قِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَ يٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَ غِيْضَ الْمَآءُ وَ قُضِىَ

الْاَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ

লিখিয়া কোমরে ধারণ করিতে দিবে ও পান করিতে দিবে।

শয্যা-মূত্র

খালি পেটে এক তোলা পুদীনা পাতার রস ৭ দিন পর্যন্ত সেবন করিলে শয্যা-মূত্র নিবারণ হয়।

পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাচী ও সৈন্দব লবণ এই সমুদয় চূর্ণ করিয়া চাটিয়া খাইলে বালকের মূত্রকৃচ্ছ্র বিদূরিত হয়।

শিশুর জ্বর

জ্বরের অধ্যায় দেখিয়া লইবে। জ্বর প্রবল ও উপসর্গ আসিলে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

কলেরা

কলেরা দেখা দিলে চিন্তা ও ভয় করিবে না—বিমর্ষ হইবে না। অধিক রাত্রি জাগরণ ও দিবা নিদ্রা অহিতকর। খুব গরম খাবার খাইবে না এবং খালি পেটেও থাকিবে না। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। খাদ্য-খাদক, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখিবে। লোবান জ্বালাইবে, খাবার ও পানীয় বস্তুর ভিতর "আরকে কেউরাহ্" দিয়া পান করিবে। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে ছোঁয়াছে বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না বরং উত্তমরূপে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। মল-মূত্র ও বমি ইত্যাদি ভালভাবে দাফন করিয়া দিবে, ফিনাল ছিটাইবে। চিকিৎসার জন্য অগৌণে বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। প্রত্যেকেই পানি ফুটাইয়া পান করিবে।

নিম্নোক্ত তাবীজটি প্রত্যেকেই ধারণ করিলে আশা করা যায় কলেরা হইতে নিরাপদ থাকিবে। তবে তাবীজ প্রতি ৭ পয়সা এতীম মিসকীনকে দান করিবে।

٧٨٦

الٰهى بحرمة حضرت شيخ محمد صادق اكابر
اولياء ولد حضرت شيخ احمد سرهندى مجدد
الف ثانى ازشربلائے و با نكهدار۔
الله شافى الله كافى

এক বোতল পরিষ্কার পানিতে সূরা-ক্বদর একবার পড়িয়া দম দিবে আর لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ পড়িয়া আবার দম দিয়া গরম পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। সুস্থ লোক ইহা পান করিলে নিরাপদ থাকিবে। চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধুইয়া খাইলে শীঘ্রই খুব উপকার হয়।

কলেরার প্রথম বা যে কোন অবস্থায় ৩৩ আয়াত পড়িয়া দম করিলে রোগী আরামে ঘুমাইবে।

বসন্ত

ঘোড়ীর দুধ সেবন করিলে এক বৎসর বসন্ত হইতে নিরাপদ থাকা যায়। দেশে বসন্ত দেখা দিলে গরম খাদ্য-খাদক খাইবে না। তৈল, বেগুন, গরুর, গোশ্‌ত, খেজুর, আঞ্জীর প্রভৃতি গরম জিনিস খাইবে না। এতীম ও মিসকীনকে ৭ পয়সা দান করিয়া নিম্নোক্ত তাবীজটি ধারণ করিলেও বসন্ত হইতে মাহফুয থাকা যায়।

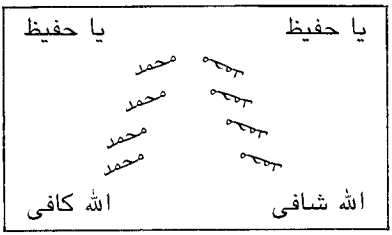

পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করাইবে। গোলাপ পানি, সুরমা কিংবা পেঁয়াজের রস চক্ষে দিলে চক্ষু নিরাপদ থাকে। কখনো দানা বসাইয়া দিতে চাহিবে না; বরং যাহাতে খুব শীঘ্র দানা বাহির হইয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ৩ বার اٰية اَفَحَسِبْتُمْ পড়িয়া পানিতে দম দিয়া সেবন করিতে দিলে সমস্ত দানা শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। কাঁঠাল, গরম দুধ সেবন করিলেও খুব তাড়াতাড়ি দানা সকল উঠিয়া থাকে।

প্লেগ

প্লেগ যদিও খোদার রহমতে বাংলাদেশে অতি বিরল; তথাপি উহা একটি মারাত্মক ব্যাধি।

গলায় দুই একটি দানা হইয়া অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্লেগ দেখা দিলে ঐ সময় প্রত্যেক বাড়ীতে উর্দু 'হায়াতুল-মুছলেমীন' তেলাওয়াত করিবে। উহার বরকতে দেশ নিরাপদ থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অবস্থায় ঘর-বাড়ী খুব পরিষ্কার রাখিবে। ঘরে গন্ধক পোড়াইবে। আগর বাতি প্রভৃতি সুগন্ধি জ্বলাইবে। গোলাপ পানির মধ্যে হিং গুলিয়া ঘরে ছিটাইবে। ছিরকা ও পেঁয়াজ ছুলিয়া ঘরের চারদিকে খোলা মুখে বসাইয়া দিবে। ফুটন্ত পানি, কেওড়ার পানি পান করিবে। ছিরকা, পোঁয়াজ, লেবু খুব খাইবে।

মাছ, দুধ, দধি, ঘি, গোশ্ত তরকারী, আঙ্গুর, তরমুজ ইত্যাদি ফল খাইবে। অবশ্য রোগীকে শুধু দুধই খাইতে দিবে।

তিল তৈল খাইবে না, মালিশ করিবে না এবং লাগাইবেও না। পূর্ণ চিকিৎসার্থে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় লইবে।

কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে কিংবা প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইলে একটি বলদ গরুর মাথায় নিম্নোক্ত দো'আ একবার, সূরা-এখলাছ সাতবার ও দুরূদ পড়িয়া দম দিবে। ঐ গরুটি যবাহ্ করিয়া যাহারা কিছুটা গোশ্ত ভক্ষণ করিবে, আশা করা যায়, তাহারা নিরাপদ থাকিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত, কিন্তু যেনার পথ খোলা থাকিলে তাহা কার্যকরী হইবে না। দো'আটি এই—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَاءِكَ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا قَرِيْبُ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ وَ الطَّاعُوْنِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ يَا اَللّٰهُ يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يَا ذَا الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ يَا ذَا الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا قَائِمُ لَا يَزُوْلُ يَا عَالِمُ لَا يَنْسٰى يَا بَاقِىْ لَا يَفْنٰى خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا حَىُّ لَا يَمُوْتُ يَا صَمَدُ لَا يَطْعَمُ يَا غَنِىُّ لَا يَفْتَقِرُ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا اَللّٰهُ يَا رَحِيْمُ

يَا قَدِيْمُ مِنْ كُلِّ قَدِيْمٍ يَا عَظِيْمُ مِنْ كُلِّ عَظِيْمٍ يَا كَرِيْمُ مِنْ كُلِّ كَرِيْمٍ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا مَنْ هُوَ فِيْ سُلْطَانِهٖ وَحِيْدٌ يَا مَنْ هُوَ فِيْ مُلْكِهٖ قَدِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِيْ عِلْمِهٖ مُحِيْطٌ يَامَنْ هُوَ فِيْ عِزِّهٖ لَطِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِيْ لُطْفِهٖ شَرِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِيْ مُلْكِهٖ غَنِيٌّ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا مَنْ اِلَيْهِ يَهْرَبُ الْعَاصُوْنَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَرْغَبُ الرَّاغِبُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَلْتَجِىءُ الْمُلْتَجِئُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُوْنَ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِبَقَائِكَ يَا عَالِمُ يَا قَائِمُ يَا غَفُوْرُ يَا بَدِيْعَ الْبَقَاءِ يَا وَاسِعَ اللُّطْفِ يَا حَافِظُ يَا حَفِيْظُ يَا مُغِيْثُ يَا صَمَدُ يَا خَالِقُ يَا نُوْرُ قَبْلَ نُوْرٍ يَا نُوْرَ كُلِّ نُوْرٍ يَا اَللّٰهُ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا مَنْ هُوَ فِيْ قَوْلِهٖ فَصْلٌ يَا مَنْ هُوَ فِيْ مُلْكِهٖ قَدِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِيْ حِلْمِهٖ لَطِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِيْ عَطَايِهٖ شَرِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِيْ اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِيْ عَذَابِهٖ عَدْلٌ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ وَ اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) اَسْئَلُكَ اَنْ تُجِيْرَنَا مِنْ عَذَابِكَ وَ اغْفِرْلَنَا وَ لِاٰبَاءِنَا وَلِاُمَّوَالِنَا وَ لِاَوْلَادِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا وَ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ نَجِّنَا مِنْ جَمِيْعِ الْكُرُبَاتِ وَ اَعْصِمْنَا مِنْ جَمِيْعِ الْاٰفَاتِ خَلِّصْنَا مِنَ الْبَلِيَّاتِ وَ ادْفَعْ عَنَّا الْوَبَاءَ وَ الْبَلَاءَ وَ الْاَمْرَاضَ وَ الْعِلَلَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَ الطَّاعُوْنِ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ هُجُوْمِ الْوَبَاءِ وَ مِنْ مَّوْتِ الْفُجَاءَةِ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحٰبِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا ـ

কোন গ্রাম বা মহল্লার চারদিকে নিম্নোক্ত পরওয়ানা লিখিয়া আয়নায় বাঁধাই করিয়া বাহির দিকে মুখ করিয়া বাঁশে বাঁধিয়া দিবে। খোদা চাহে ত ঐ বস্তি সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ وَّ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ وَّ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ـ وَ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ

فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ زمادوركن بلاها را الٰهى ـ بحق الشاه محى الدين جيلانى ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍوَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ ـ

বেদনা-শূল বেদনা

সর্বপ্রকার বেদনা বিশেষতঃ দাঁত ও মাথা বেদনায় একটা পাক তক্তার উপর বালুকা রাখিয়া বড় অক্ষরে লিখিবে— ابجد هوز حطى অতঃপর রোগী বেদনার জায়গায় হাত রাখিবে আর চিকিৎসক সজোরে একটা পেরাক আলিফের উপর মারিয়া সূরা-ফাতেহা একবার পড়িয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবে বেদনার উপশম হইল কি না? বেদনার উপশম না হইলে পেরাক বে-এর উপর মারিবে এবং ফাতেহা দুইবার পড়িয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবে। এইভাবে প্রত্যেক অক্ষরে একবার করিয়া ফাতেহা বাড়াইতে থাকিবে। এই তরতীবে "ইয়া অক্ষর" পর্যন্ত যাইতে না যাইতেই আল্লাহ্ চাহে ত বেদনার উপশম হইবে।

২। সর্বপ্রকার বেদনায় নিম্নোক্ত আয়াত বিসমিল্লাহ্র সহিত তিনবার পড়িয়া দম করিবে কিংবা তৈল পড়িয়া মালিশ করিবে অথবা ওযূর সহিত লিখিয়া তাবীজে পুরিয়া বেদনা স্থলে বাঁধিবে। খোদা চাহে ত। নিরাময় হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ـ

৩। জিনের আছরের দরুন কিংবা যে কোন স্থানে যে কোন বেদনায় একবার সূরা-এখলাছ একবার وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ লিখিয়া বেদনাস্থানে ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

৪। পেটের বেদনা অম্ল বেদনা, শূল, পরিণাম শূল, সর্বপ্রকার বেদনায় একখণ্ড কাগজে ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া উহার সহিত নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া এক বোতল পানিতে একবার সূরা-ক্বদর তিন বার لافيها غول و لاهم عنها ينزفون ـ পড়িয়া দম দিবে অতঃপর ঐ তাবীজটি পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে একবার এবং দিনের আরও যে কোন সময় ইচ্ছা পান করিলে বেদনা, পেটের যাবতীয় পীড়ায় যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ

একটি না-বালেগ ছেলের দ্বারা এক দামে একটি কাগজ খরিদ করিয়া উহাতে উক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজটি কিছু মিছরিসহ একটি ডাবের মধ্যে পুরিয়া পানি খাইয়া ফেলিবে এবং অবশিষ্ট সামান্য পানি দ্বারা বেদনাস্থল মালিশ করিবে। এরূপ সাত সপ্তাহ করিলে ইনশাআল্লাহ্ বেদনার উপশম হইবে।

৫। চিনা বরতনে ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া খাওয়াইবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

স্নায়বিক দৌর্বল্যে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর মাথায় হাত রাখিয়া ১১ বার يا قوى পড়িবে।

স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

১। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِىْ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَاءِكَ وَ تَرْضٰى بِقَضَائِكَ ـ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ فَهْمَ النَّبِيِّيْنَ وَ حِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ عَمِّرْ لِسَانِىْ بِذِكْرِكَ وَ قَلْبِىْ بِخَشْيَتِكَ وَ سِرِّىْ بِطَاعَتِكَ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

উপরোক্ত দো'আটি প্রত্যেক নামায বাদ এবং পড়া আরম্ভ করিবার পূর্বে ৩ বার করিয়া পড়িলে গবী লোকেরও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হয়। এমনকি কোরআন শরীফ মুখস্থ করা সহজ হইয়া থাকে।

২। (১) رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

(২) وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

(৩) قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِىْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

(৪) رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَ يَسِّرْلِىْٓ اَمْرِىْ

(৫) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى

(৬) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(৭) اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

উক্ত আয়াতগুলি নম্বর অনুযায়ী ৭টি খোরমায় লিখিয়া ৭দিন খালি পেটে ভক্ষণ করিলে স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়।

৩। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে নূতন বরতনে বৃষ্টির পানিতে অঙ্গুলি রাখিয়া ৭০ বার সূরা-ফাতেহা, ৭০ বার আয়াতুল কুরছি, ৭০ বার সূরা-ফালাক ৭০ বার সূরা-নাছ, ৭০ বার—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

এবং ৭০ বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। পড়িবার সময় ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি পানির মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে। পর পর ৩ দিন রোযা রাখিবে এবং পানি দ্বারা ইফতার করিবে। খোদা চাহে ত সম্পূর্ণ কোরআনের হেফয করা সহজ হইবে। যাহা শুনিবে তাহা ভুলিবে না। কোন প্রকার ব্যাধিতে ৭ দিন ঐরূপ সেবন করিলে রোগ মুক্ত হইতে পারিবে।

৪। ২ নং তদ্‌বীরের আয়াতসমূহ লিখিয়া তাবীজরূপে গলায় বা ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করিলেও বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

৫। প্রত্যহ একখানা বিস্কুটের উপর সূরা-ফাতেহা লিখিয়া খাইবে। এরূপ ৪০ দিন নিয়মিত খাইলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

পেটের পীড়ায় ৩ বার لافيها غول و لا هم عنها ينزفون পড়িয়া দম দিবে কিংবা লিখিয়া পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে।

কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির মওসুমে ৩ বার সূরা-ক্বদর পড়িয়া খাবার বা পানীয় দ্রব্যের উপর দম দিয়া খাইবে। এমনকি কাহারও কলেরা হইয়া থাকিলেও নিরাময় হইয়া যায়।

নাভী স্থানচ্যুত হইলে নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া নাভীস্থলে ধারণ করিতে দিলে নাভী স্বস্থানে আসিবে এবং দীর্ঘদিন রাখিলে নাভী স্থানচ্যুত হইবে না।

জ্বর

শীত ব্যতীত জ্বর আসিলে মনে করিতে হইবে যে, গরম লাগিয়া জ্বর হইয়াছে। তখন— بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْنَا يَا نَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ পড়িয়া দম দিবে, লিখিয়া তাবীজরূপে রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

শীতের সহিত জ্বর আরম্ভ হইলে— بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌرَّحِيْمٌ লিখিয়া হাতে বা গলায় ধারণ করিতে দিবে। জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ ও চিকিৎসা জ্বরের অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

শোথ ফোঁড়া

পাক মাটতে ৩ বার কিংবা ৭ বার— تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا لِيَشْفِى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا পড়িয়া দম দিবে এবং দম দিবার সময় আমেল নিজের মুখের থুথুও কিছুটা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া বেদনা স্থলে কিংবা স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধি হইলে স্তনে ঘন ঘন লেপ দিবে।

সাপ, বিচ্ছু, বোল্‌তা দংশন

পানিতে নেমক গুলিয়া দষ্টস্থানে লাগাইবে। সূরা-কাফেরূণ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। দীর্ঘ সময় এরূপ করিলে নিরাময় হইয়া থাকে।

বদ-নজর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَّ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌلِّلْعَالَمِيْنَ ـ

লিখিয়া তাবীজ ব্যবহার করিতে দিবে। খোদা চাহে ত নিরাপদ থাকিবে।

বদ-নজর লাগিয়া থাকিলে উক্ত আয়াতদ্বয় পড়িয়া পানিতে দম দিয়া গোসল করাইয়া কিছুটা পান করিতে দিলে খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

বদ-নজর দূরীকরণার্থে নিম্নোক্ত তাবীজটি গলায় দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّكُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

বসন্ত

সাত তার নীল সূতা হাতে লইয়া সূরা-আর্‌রহ্‌মান পুরা পড়িবে এবং প্রত্যেক— فبای الاء ربکما تکذبان পড়িয়া দম দিবে এরূপে ৩১ গিরা হইবে। এই সূতা শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে বসন্ত হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং বসন্তে আক্রান্ত হইলেও খুব কষ্ট হইবে না।

সর্বপ্রকার ব্যাধিতে

ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে জাফরান, মেশ্‌ক ও গোলাপ পানিতে প্রস্তুত কালি দ্বারা লিখিয়া ঐ বরতন ধুইয়া পানি সেবন করিলে সর্বপ্রকার ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে।

অভাব-অনটন দূর করণার্থে

১। এশার পর প্রথম ১১ বার দুরূদ তারপর يَامُعِزُّ ১১ বার পড়িয়া আবার ১১ বার দুরূদ পড়িয়া দো'আ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ শীঘ্রই অভাব-অনটন বিদূরিত হইবে।

২। এশার পর প্রথম ও শেষে ৭ বার করিয়া দুরূদ পড়িবে এবং মাঝখানে ১৪১৪ বার يَاوَهَّابُ পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট স্বচ্ছলতার জন্য দো'আ করিলে শীঘ্রই অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া যাইবে।

মুশ্‌কিল

যে কোন প্রকার জটিল বিষয় হউক না কেন ১২ দিন পর্যন্ত দৈনিক ১২ হাজার বার নিম্নোক্ত দো'আ করিলে মকছুদ ও বিপদ যতই জটিল হউক না কেন উহা আসান হইয়া যাইবে।

يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

নারাজ স্বামীকে যখন সন্তুষ্ট করার পথ থাকে না তখন এশার নামাযান্তে প্রথম ও শেষে ১১ বার করিয়া দুরূদ পড়িবে, মাঝখানে ১১ বার يَالَطِيْفُ يَا وَدُوْدُ পড়িয়া ১টি গোল মরিচের উপর দম দিবে এইরূপে ১১টি গোল মরিচ পড়া শেষ হইলে ঐ সমস্ত মরিচ চুল্লির গরমে কোন পাত্রে ভাজিবে কিন্তু পড়িবার সময় ও পোড়াইবার সময় স্বামী সন্তুষ্টির পাক্কা নিয়ত রাখিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّحُبًّا لِّلّٰهِ ـ وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ فَرَجَعْنَاكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ـ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَ يَا مُسَخِّرَ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ قَلِّبْ عَلَى الطالب ..... قلب المطلوب ..... بِالْخَيْرِ لِاَدَاءِ الْحُقُوْقِ يَا وَدُوْدُ حَبِّبْ حَبِّبْ يَا وَدُوْدُ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكْ وَسَلَّمَ ـ

তাবীজটির শেষভাগে المطلوب এর জায়গায় নারাজ মানুষের এবং الطالب স্থলে যে রাজী করিতে চায় তাহার নাম লিখিয়া যে রাজী করিতে চায় তাহার বাজুতে ধারণ করিতে দিবে এবং মিষ্টির উপর ৭ বার পড়িয়া مطلوب -কে খাইতে দিবে। কিন্তু সাবধান যেন مطلوب ইহা জানিতে না পারে।

তালেব নিজস্ব হাত এবং পায়ের নখ, চুল কাটিয়া উহা ভস্ম করত মতলুবকে খাওয়াইলে মতলব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু না জায়েয স্থানে উহা ব্যবহার করিবে না।

ইহাছাড়া মানুষ বাধ্য করার বহু তদ্‌বীর অন্যান্য কিতাবে রহিয়াছে তাহা জরুরতবশতঃ জায়েয স্থানে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

জ্বীন

কোরআন শরীফে এবং হাদীস শরীফে জ্বীন জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে ইতিহাস ও কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতা উহাদের অস্তিত্বের এমন এমন সন্ধান দিয়াছে যাহা অস্বীকার করা মোটেই সম্ভব নয়।

অতএব, কেহ চোখে দেখিতে পায় না বলিয়া কোরআন, হাদীস, ইতিহাস এবং সর্বোপরি কোটি কোটি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা এক কথায় উড়াইয়া দিয়া জ্বীন জাতির অস্বীকার করিলে উহা চরম নির্বুদ্ধিতারই নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আবার মূর্খতাবশতঃ সর্বক্ষেত্রে জ্বীনের আছর বলিয়া নানা ভাবভঙ্গি করা নেহায়েত জ্ঞানান্ধতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত পক্ষে জ্বীনের দ্বারা বহু রোগের সৃষ্টি হয়। তেমনি করে বহু রোগের লক্ষণ এমন প্রকাশ পায়, যাহাকে অনেক লোক জ্বীনের আছর বলিয়াই ধরিয়া লয়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে উহা জ্বীন নহে বরং রোগেরই তাছির। কাজেই রোগী বা রোগিনীকে প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া রোগ স্থির করিবে অতঃপর তাহার চিকিৎসা করিবে। ফলাফলের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

মৃগী, সন্যাস ও নব প্রসূতির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া অনেক সময় জিনে ধরা মানুষের ন্যায় বেহুঁশ হইয়া থাকে বিলাপও করিতে শোনা যায়। আবার অনেক জায়গায় ইচ্ছাপূর্বক রোগীর কৃত্রিমতাও ধরা পড়িয়া থাকে। কাজেই আমেলের খুব সুচতুর ও হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

জানিয়া রাখা উচিত, জ্বীন শরীরের ভিতর ঢুকিয়া গেলে রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। ঢুকিবার প্রথমে অনেকের বুকে ব্যথাও হইয়া থাকে। দাঁত খিল্ মারিয়া থাকে। চক্ষু এমন করিয়া বন্ধ করিয়া দেয় যাহা খোলা খুবই কষ্টকর। রোগীর দাঁত ছাড়াইবার জন্য বহু জোরাজুরি করা হয়, ইহা আদৌ উচিত নহে। রোগের উপশম হইলে আপনা থেকেই সবকিছুই ঠিক হইয়া যাইবে। অনেক সময় জ্বীন শরীরের ভিতর না ঢুকিয়া বাহির থেকেও আছর করিয়া থাকে। হুঁশিয়ার অভিজ্ঞ আমেল উহা ব্যক্তিগত দক্ষতার দ্বারা বুঝিয়া চিকিৎসা করিবেন।

পরীক্ষা ও জ্বীন হাজির

১। সুস্থাবস্থায়ঃ নিম্নলিখিত তাবীজটি কাগজে লিখিয়া রোগী বা রোগিনীর ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া মুঠ বন্ধ করিয়া নির্জনে চার জানু বসিয়া থাকিলে এক ঘণ্টার মধ্যে জ্বীন দুনিয়ার যেখানেই থাকুক হাজির হইবে এবং রোগী বেহুঁশ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত জ্বীন নাও হাজির হইতে পারে যাহারা কখন ভিতরে ঢুকে নাই বা ঢুকার পর তাহাকে কিছু জ্বালাতন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্‌বীর পরে কোন স্থানে বর্ণনা করা হইবে। এই তাবীজটি দ্বারা পরীক্ষাও হইবে, জ্বীন হাজির করাও যাইবে।

٧٨٦

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

২। ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।
৭ বার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।
৭ বার সূরা-কাফেরূণ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা-এখলাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা-ফালাক পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা নাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

এইভাবে দম দেওয়ার পর জ্বীনের আছর হইলে রোগী ক্ষিপ্ত হইবে। যাদু হইলে একটু কমে দাঁড়াইবে কিন্তু একেবারে নিরাময় হইবে না। শারীরিক ব্যাধি হইলে একভাবে থাকিবে।

দম দেওয়ার পর তিনদিন অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করিবে; গড়ে পূর্বাপেক্ষা রোগের অবস্থা কি দাঁড়ায়।

৩। কতকগুলি সুগন্ধি ফুলে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর ১১ বার পড়িয়া ১১ বারই দম দিবে। উহার দুই একটি ফুল রোগীকে ঘ্রাণ লইতে দিবে। বাকীগুলির একটি করিয়া রোগীর গায়ে নিক্ষেপ করিলে জ্বীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ فَتْحُوْنَكَ فَتْحُوْنَكَ حَبِيْبُكَ حَبِيْبُكَ اَلَمًا اَلَمًا صَفْكًا اَلِسًا بَالِسًا طَلَيْسًا طَلَيْسًا سُوْدًا سُوْدًا كَهْلاً كَهْلاً حَلْهُوْلاً حَلْهُوْلاً مَهْلاً مَهْلاً سَخِيًّا سَخِيًّا شَدِيًّا شَدِيًّا نَبِيْسًا نَبِيْسًا بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ وَ مِنْ جَانِبِ الْاَ يْمَنِ وَ الْاَ يْسَرِ بِحَقِّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَ بِحَقِّ عَرْشِ اللهِ وَ كُرْسِيِّهٖ ـ

৪। নিম্নোক্ত নামগুলি সাতবার পড়িয়া রোগীর গায়ে দম দিলে জ্বীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ جَلِيْلاً جَبَّارًاشَمْسًا قَمَرًا مُلُوْكًا رَيَّادًا اِيْطَالُوْشِ بِاِسْمِ مَلِكٍ قَهَّارٍ بِاِسْمِ مَلِكٍ جَبَّارٍ بِاِسْمِ مَلِكٍ شَهُرَ اَسْمَائُهٗ تُرْسِيْدٌ وَّحَاضِرٌ شَهِيْدٌ ـ

بحق آن نامها که آدم صفی الله خوانده و بحق آن نامها که نوح نبی الله خوانده و بحق آن نامها که داؤد خلیفة الله خوانده وبحق آن نامها که اسماعیل ذبیح الله خوانده و بحق آن نامها که سلیمان نبی الله خوانده و بحق آن نام که موسی کلیم الله خوانده و بحق آن نام که عیسی روح الله خوانده و بحق آن نام که ابراهیم خلیل الله خوانده و بحق آن نام که حبیب الله محمد صلی الله علیه و سلم خوانده و بحق آن نامها و بعزة جاه و جلال این نامها حاضر شود ـ

৫। ٧٨٦

حدلول	الدلوعو	فواقدل	موصی شر	الله
فولعرن	عرحاحدحان	عوهد	عولوشعر	الله
عون ف ١٢	عرهروشد	وارعون	عولوعر	الله
فواعون	عوجا٢	عوف شو	عدا١٤ و٢	الله

উক্ত তাবীজটি লিখিয়া রোগীর মাথার চুলের সহিত বাঁধিয়া দিবে। জ্বীন হাজির হইবে।

৬। রোগীর ললাটে এবং হাতের তালুতে লিখিবে—

سَلْمَطِيْعْ ٢ مَهْطَطِيْعْ ٢ مَيْهُوْبْ ٢ دَيْهُوْبْ ٢ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ اِصْرَعْ بِحَقِّ بَطَدْ زَهَجْ وَاحٍ -

অতঃপর উক্ত নাম ও আয়াত পড়িয়া রোগীকে ১০/১৫ মিনিট দম দিতে থাকিলে জ্বীন হাজির হইয়া রোগীকে বেহুঁশ করিয়া দিবে।

ইহার পরও হাজির হইতে দেরী করিলে উক্ত নামগুলি এবং আয়াতটি পাক পবিত্র কাঠের বরতনের উপর লিখিবে এবং ডালিমের শক্ত ডালের উপর লিখিবে কিন্তু ডালের উপর উহার সহিত নিম্নোক্ত তাবীজটিও লিখিবে।

هذف ١ صه ١١ ح ١١١ طر ٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ - اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ -

ডালটি লিখা হইলে পর আমেল সজোরে ঐ ডাল খানা দ্বারা উক্ত কাঠের বরতনের লিখিত স্থানে আঘাত করিতে থাকিবে। আঘাতের সময় রাগান্বিত অবস্থায় আঘাত করিবে এবং খেয়াল করিবে যে, আমি ঐ জ্বীনের অমুক জায়গায় আঘাত করিতেছি। এইরূপ করিলে এক ঘণ্টার ভিতরে জ্বীন হাজির হইবেই।

বন্ধন

১। পাঁচ হাত কার পাকাইয়া ডবল করিবে। অতঃপর—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

২৫ বার পড়িবে প্রত্যেকবার ১টি গীরায় দম করিবে। এই কার প্রথমে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। জ্বীন হাজির হইয়া যখন রোগীর শরীরের ভিতর ঢুকিয়া যাইবে (চক্ষু খোলা যাইবে না এবং দাঁতও কপাট মারিয়া থাকিবে) তখন চুপে চুপে তাড়াতাড়ি রোগীর বাম হাতের বাজুতে বেশ একটু শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া একবার—

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

পর্যন্ত পড়িয়া ঐ বাঁধা সূতার উপর দিয়া রুমাল দ্বারা উহা ঢাকিয়া বাঁধিয়া দিবে যেন রোগী উহা স্পর্শ করিতে না পারে। এখন এই বন্দী জ্বীন কোনক্রমেই পলায়ন করিতে পারিবে না—এমন কি যাদুও আর চলিবে না।

২। জ্বীন হাজির হইয়া রোগীর শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে একটা ছুরি বা চাকুর উপর তিন বার নিম্নোক্ত দো'আটি পড়িয়া দম দিবে। রোগীর চতুর্দিকে মাটিতে গোল দাগ দিলে জ্বীন আর পলায়ন করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ گردبا گرد هزار هزار حصار باد مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ گرد ان حصار بستم قفل لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ - صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ -

৩। হঠাৎ জ্বীন হাজির হইয়া গেলে যদি বন্ধ করিবার জন্য সূতা ছুরি না পাওয়া যায়, তবে ৩ বার افحسبتم الاية পড়িয়া রোগীর বাম হাতের বাজু খুব জোরের সহিত চাপিয়া ধরিবে এবং নিয়ত করিবে, আমি উহাকে ধরিয়াছি, ছুটিতে পারিবে না।

৪। অবাধ্য জ্বীনকে শাস্তি দিবার সময় ক্ষিপ্ত হইলে বা জোরাজুরি করিলে সূরা-জ্বীনের প্রথম থেকে شططا পর্যন্ত তিনবার পড়িয়া দুই হাতের কব্জি চাপিয়া আমেল নিজের ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি ঘুরাইয়া ঐ কব্জিতে দায়েরা দিবে। ঠিক দুই পায়ের টাখ্‌নুতেও ঐরূপ করিবে। ইহাতে জ্বীন আর শক্তি খাটাইয়া আমেলকে অস্থির করিতে পারিবে না। অতঃপর তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে।

শাস্তি

আমেল যদি কামেল হয়, তবে সে কখনও প্রথমাবস্থায় জ্বীনকে শাস্তি দিবে না। কারণ অনেক সময় ইহার ফলাফল বড়ই খারাব হইয়া থাকে। কাজেই প্রথমাবস্থায় অতি সহজ ও মোলায়েম-ভাবে নিজস্ব প্রভাবের দ্বারা উহাকে রোগী হইতে সরাইবার চেষ্টা করিবে। ইহাতে যদি সে না শুনে, তবে ঐ জ্বীনের দ্বারা তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ থাকিলে হাজির করিতে বাধ্য করিবে এবং ঐ জ্বীনটিকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিয়া দিবে। উহাদের দ্বারা লিখিত ওয়াদা রাখিবে যেন পুনরায় সে আক্রমণ করিলে আমরা উহাকে শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলেও কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। এই চুক্তি-পত্রটি খুব মজবুত হওয়া দরকার। কারণ শেষ পর্যন্ত যদি উহাকে মারিয়াই ফেলিতে হয়, তবে যেন তাহার কেহ আক্রমণ না করে। এরূপ না করিয়া প্রথমাবস্থায় কঠোর শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলে শেষে হাজার হাজার জ্বীনের আক্রমণ হইলে তখন বিপদের আর সীমা থাকিবে না। এ জন্য খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিবে।

১। বিনা পরীক্ষায় অথবা পরীক্ষায় জ্বীন সাব্যস্ত হইলে প্রথম তাহাকে অঙ্গিকার করিয়া যাইতে বলিবে। ইহাতে সে চলিয়া গেলে বড়ই নিরাপদ।

২। সহজে চলিয়া না গেলে এক বোতল পানিতে ১ বার সূরা-জ্বীন প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত رهقا পর্যন্ত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি খুব জোরে ৭/৮ বার রোগীর মুখে মারিবে ইহাতে রোগী স্বেচ্ছায় চক্ষু বন্ধ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কোন দিকে ইশারা করিবে। যদি এইরূপ ইশারা না করিয়া চুপ থাকে, তবে আরও এইরূপে কয়েকবার ঐরূপ সজোরে মারিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া মুখেই বলিবে, ঐ দিকে গেল, তখন সে যেদিকে ইশারা করিয়াছিল বা মুখে বলিয়াছিল ঐ স্থানে বাকী পানিটুকু ছিটাইয়া দিলে জ্বীন পলায়ন করিবে এবং একটু সৎ জ্বীন হইলে আর আক্রমণ করিবে না। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর হুঁশ হইলে পর বন্ধের জন্য কোন একটি তাবীজ দিবে।

৩। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া জোরপূর্বক রোগীকে দোখাইবে। জ্বীন হইলে সে ঐ তাবীজ কিছুতেই দেখিবে না, কিন্তু জোরপূর্বক রোগীর চক্ষু খুলিয়া তাবীজ দেখাইবে। জ্বীন রোগীকে ছাড়িয়া গেলে ঐ তাবীজটি তামার মাদুলিতে পুরিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে।

اِلٰهِیْ بِحُرْمَةِ یٰمٰلِیْخَا مَکْسَلْمِیْنَا کَشْفُوْطَطْ کَشَافَطْیُوَانَسْ اِذَافَطْیُوَانُسْ طَبْیُوَانُسْ یُوَانُسْ بُوْسْ وَ کَلْبُهُمْ قِطْمِیْرٍ وَ عَلَی اللهِ قَصْدُالسَّبِیْلِ وَ مِنْهَا جَآئِرٌ وَّ لَوْ شَآءَ لَهَدَاکُمْ اَجْمَعِیْنَ ۔ وَ صَلَّی اللهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ سَیِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۔

৭৮৬

٨	٦	٤	٢
٢	٤	٦	٨
٦	٨	٢	٤
٤	٢	٨	٦

৪। চেহেল কাফ ৩ বার পড়িয়া সরিষার তৈলে দম করিয়া ঐ তৈল রোগীর উভয় কানের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিলে জ্বীন অস্থির হইয়া চিৎকার করিবে। কিছুক্ষণ পর সে রোগী ছাড়িয়া যাইবে।

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنَ كَانَ مِنْ كُلُكٍ تَكِرُّ كَرًّا كَكَرَّالْكَرِّ فِىْ كَبَدٍ تَحْكِىْ مُشَكْشَكَةٍ كَلُكْلُكَ لَكٍ كَفَاكَ مَا بِىْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتِهٖ يَاكَوْكَبًا كَانَ تَحْكِىْ كَوْكَبُ الْفَلَكِ ـ

৫। রোগীর কাছে শয়তানের দুই একটি কাল্পনিক মূর্তি ছুরি বা লৌহ দ্বারা আঁকিবে এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলি পরিমাণ মোটা ১॥ হাত লম্বা একটা ডালিমের ডালে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ঐ মূর্তির উপর প্রহার করিলে জ্বীন চিৎকার করিবে, যাহা জিজ্ঞাসা করিবে তাহার উত্তর দিবে এবং কিছুক্ষণ এরূপ করিলে রোগী ছাড়িয়া পালায়ন করিবে।

مهـر سمعنا عليهم لاه لاه يعب ططعوش سيلطيلوش بهكعهعلاح حجج حجج سيطج قطيعها سيقـطهـا عمليج سقطيع صمهم بكهيل كمهليط لسليعا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ تَوَكَّلْ يَا مَنْ بِسِيَاطٍ عَدُوَّ اللهِ هٰذَا ـ

৬। বিসমিল্লাহ্সহ আয়াতুল কুরছি ৭ বার ও يَا قَهَّارُ ১০১ বার পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীকে খাওয়াইবে।

৭। জ্বীনগ্রস্ত রোগীর বাম কর্ণে ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুঁক দিবে।

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ـ

৮। জ্বীনগ্রস্ত রোগীর কানে ৭ বার আযান এবং সূরা-ফাতেহা, সূরা-ফালাক, সূরা-নাছ, আয়াতুল কুরছি, সূরা-তারেক পূর্ণ, একবার সূরা-হাশরের শেষ কয়েক আয়াৎ لوانزلنا الاية ও সূরা-ছাফ্ফাতের সম্পূর্ণ পড়িয়া ফুঁক দিবে। ইহাতে জ্বীন শয়তান জ্বলিয়া যাইবে।

৯। জ্বীনগ্রস্ত রোগীর কানে নিম্নোক্ত আয়াত জোরে জোরে পড়িয়া ফুঁক দিবে। ইহাতে জ্বীন খুব কষ্ট বোধ করিতে থাকিবে। রোগীর কাছে বসিয়া ঐ আয়াত জোরের সহিত পড়িলে জ্বীনের গাত্রে জ্বলা-যন্ত্রণা হইয়া থাকে। জ্বীনেরা এই আয়াতকে খুব ভয় করিয়া থাকে। افحسبتم الاية এই আয়াতের এমন খাছিয়াত আছে, যে, পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত উহা পড়িয়া ফুৎকার করিলে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত স্থানান্তরিত হইয়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

১০। রোগীর দুই পার্শ্বে দুইজন হাফেয বসিয়া সূরা-ছাফ্‌ফাত দুই বার পড়িলে জ্বীন জ্বলিয়া যায়।

১১। মাটিতে কৃত্রিম কুৎসিৎ শয়তানের মূর্তি আঁকিয়া লইবে এবং সূরা-ছাফ্‌ফাতের প্রথম হইতে طين لازب পর্যন্ত একবার পড়িয়া ডালিমের ডালের দ্বারা ঐ মূর্তির উপর সজোরে একদমে ১৫/১৬টি আঘাত করিবে এবং রাগান্বিত অবস্থায় ধারণা করিবে, আমি উক্ত জ্বীনের হাড় ভাংগিয়া ফেলিতেছি। এরূপ করিলে জ্বীন নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। যাহা ইচ্ছা বলাইতে পারিবে। যখন হাজার হাজার জ্বীনের আক্রমণ হয়, তখনও উহার দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

১২। পূর্ণ সূরা-জ্বীন ৭ বার পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর মুখে ছিটাইয়া দিলে কথা শুনিতে বাধ্য হইবে।

১৩। ৩৩ আয়াত সম্পূর্ণ পড়িয়া রোগীকে দম করিলে জ্বীন পলায়ন করিয়া থাকে। কলেরা রোগীর প্রথম অবস্থায় একবার পড়িয়া দম করিলে খোদা চাহে ত রোগ আর বাড়িবে না। খুব গভীর নিদ্রা হইয়া রোগী সুস্থ হইয়া যাইবে। পানিতে দম দিয়া উহা যেখানে ছিটাইয়া দিবে তথায় জ্বীন ও শয়তান থাকিতে পারে না। ইহার আরও বহু গুণাগুণ রহিয়াছে। আমেল ক্রমান্বয়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। নিম্নোক্ত আয়াতের নাম ৩৩ আয়াতে তিরইয়াক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۙ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ○
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ○ اٰمِيْنَ ـ الٓمّٓ ○ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ○
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ○ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ○ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○
وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ
وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ
وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ
يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْا لا يُخْـرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۵ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝ع لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ
مَا فِى الْاَ رْضِ ط وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَ يُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا
وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَابِهٖ ج وَ اعْفُ عَنَّا وقفة وَ اغْفِرْلَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَافَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ع شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لا وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَـزِيْـزُ الْحَكِيْمُ ۝ط اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَ رْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا
لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَ مْرُ ط تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيْمِ ۝ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لا لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ لا فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَرَبِّهٖ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُوْنَ ۝ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ وَ الصَّآفَّاتِ صَفًّا ۝لا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝لا
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝لا اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ط رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَ رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ط اِنَّا زَيَّنَّا
السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ۝لا وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ج لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَ عْلٰى
وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ صلے ق دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝لا اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ
ثَاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط اِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ
الْقُـدُّوْسُ السَّـلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَ سْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَ رْضِ ج وَ هُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۝ع اِنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۝ سورة اخلاص، سورة فلق، سورة ناس، بِسْمِ
اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَ رْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَ لَا حَوْلَ
وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ۝ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

১৪। একাধিক এমন কি হাজার হাজার জ্বীনের আক্রমণ হইলে তখন রোগীর কাছে বসিয়া একজন সূরা-ইউনুছ আর একজন সূরা-ইয়াসীন জোরে জোরে পড়িবে। আর একজনে

সূরা-ছাফ্‌ফাত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ ঘরে ছিটাইবে। রোগীর মুখেও কিছু কিছু ছিটাইবে। তখন ৪ জন হাফেয রোগীর ৪ হাত-পায়ের কাছে বসিয়া প্রত্যেকেই সূরা-জ্বীন পড়িয়া শেষ করিয়া রোগীর হাত-পায়ের অঙ্গুলি একটু জোরে টানিবে এবং ধারণা করিবে আমি জ্বীন শয়তানকে ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। এরূপ করিলে জ্বীন আহত হইবে ও ভীষণ শাস্তি পাইবে। কিন্তু রোগী মেয়েলোক হইলে এরূপ করিতে যাইবে না, তখন ১১ নং তদ্‌বীর করিতে থাকিবে।

হাজার হাজার জ্বীন আসিলে তখন ১১ নং তদ্‌বীর, ১৪ নং তদ্‌বীর বিশেষ ফল দিবে। এতদসঙ্গে জোরে জোরে اَفَحَسِبْتُمْ اٰلاٰيَة ও পড়িতে থাকবে।

১৫। জ্বীনেরা দলে দলে আক্রমণ করিলে তখন কয়েকজন হাফেয (না-বালেগ হইলে ভাল হয়) রোগীর নিকট রাখিবে। তাহারা জোরে জোরে اَفَحَسِبْتُمْ اٰلاٰيَة ـ وَالصَّافَّاتِ এর প্রথম ৫ আয়াত, সূরা-জ্বীনের شَطَطًا পর্যন্ত পড়িতে থাকিবে।

১৬। এরূপ ভয়াবহ সময় ৮ বার সূরা-ছাফ্‌ফাত পুরা পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিবে ৮ বার সূরা-জ্বীন পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর কামরায় বহিঃ পার্শ্ব দিয়া চতুর্দিকে খুব জোরের সহিত ছিটাইবে এবং ধারণা করিবে এই কামরায় একটি জ্বীনও ঢুকিতে পারিবে না। ইহাতে একত্রিত হইয়া সবাই ঢুকিতে পারিবে না। দুই একটি করিয়া ঢুকিবে আর তাহাকে ১১ নং তদ্‌বীর দ্বারা শাস্তি দিবে। এরূপভাবে করিবে যাহতে ঐ কামরার ভিতরকার মানুষেরা যেন মোটেই ভীত না হয়; বরং সকলের হিমাদ্রি সদৃশ সাহস দ্বারা তর্জন ও গর্জন দ্বারা জ্বীনদেরকে ভীত করিয়া দিবে।

১৭। ঐ সময় দুই একটি দেও ভূত বা জ্বীন রোগীকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে তখনই বাচ্চা হাফেযকে রোগীর ছিনার উপর বসাইয়া দিবে যেন ঐ হাফেয اٰلاٰية افحسبتم ৩ বার পড়িয়া নিজের গায়ের ভার রোগীর উপর ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে আর রোগীকে লইয়া যাইতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে জ্বীনকে কঠোর শাস্তি দিবে। ইহাতেও যদি ঐ দুর্দান্ত জ্বীন দমন না হয়, তবে জ্বীনকে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। তবে পোড়াইয়া মারার ব্যবস্থা একেবারে চরম অবস্থায় করিবে। কারণ ইহা একে ত প্রাণহানি, দ্বিতীয়তঃ আমেলের—বিশেষতঃ রোগীর উপর জ্বীনের উৎপাত অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আমেলের জানিয়া রাখা উচিত—যথাসম্ভব জ্বীনকে সহজে তাড়াইবার চেষ্টা করা সর্বোত্তম। ক্রমান্বয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা সঙ্গত। কিন্তু প্রথমেই জ্বালান পুড়ান বা মারিয়া ফেলা কিছুতেই সমীচীন নহে। পোড়াইয়া শাস্তি দেওয়া বা পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা চরম অবস্থার তদ্‌বীর। সাধারণ অবস্থায় ইহার প্রয়োগ ভীষণ অন্যায়।

১৮। জ্বীন রোগীর ভিতর ঢুকিলে চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবেই এবং খোলা বড়ই মুস্কিল হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাতন রোগী হইলে চক্ষু বন্ধ নাও হইতে পারে। সুচতুর আমেল যখন বুঝিবে যে, জ্বীন ভিতরে ঢুকিয়াছে, তখন হুঁশিয়ারির সহিত বন্ধন দিয়া নিম্নোক্ত তাবীজ ৩ খণ্ড কাগজে লিখিয়া পৃথকভাবে বাটিয়া বাদাম কিংবা সরিষার তৈলে ভিজাইয়া পোড়াইবে এবং উহার ধোঁয়া রোগীর নাক দ্বারা টানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইবে। যতক্ষণ পূর্ণ শাস্তি না হয় ততক্ষণ ধোঁয়া টানাইতেই থাকিবে। কিন্তু রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

فرعون بی عون هامان شرمسار عاد ثمود نمرود ابلیس کلهم فی النار
جحیم جهنم سعیر سقر لظی حطمه هاویه دوزخ اشمر -

٨	١	٢٥٥٩	١	٢٥٦٢	١	١
٢٥٦١	١	٢	١	٧	١	٢٥٦٠
٣	١	٢٥٦٤	١	٢٥٥٧	١	٦
٢٥٥٨	١	٥	١	٤	١	٢٥٦٣

اکر نکریزد سوخته شود

উক্ত তাবীজটির নিম্নভাগে ফারসীটুকু না লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করত নাকের নীচে আগুন ধরিলে জ্বীন জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়। কিন্তু আগুন না জ্বালাইয়া শুধু ধোঁয়াই দিবে যাহাতে শাস্তি পাইয়া পলায়ন করে।

১৯। অবিকল নিম্নরূপ তিনটি তাবীজ লিখিয়া পৃথক ২ তূলা দ্বারা পেঁচাইয়া ৩টি ফলিতা বানাইবে এবং উপরের দিকে আগুন লাগাইয়া উহার ধোঁয়া রোগীর নাকে দিবে। একদিন পর একটি জ্বালাইবে। ইহাতে জ্বীন দূরীভূত হইবে।

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

২০। তিন হাত লম্বা দুই হাত চওড়া পুরাতন সাদা পাক কাপড় লম্বা দিকে পাঁচ খণ্ড করিয়া পাকাইয়া পৃথক পৃথক ৫টি ফলিতা বানাইবে। একত্রে ৫টি ফলিতার উপর ৩ বার—

بِسْمِ اللهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ -

৩ বার পড়িয়া উভয় মুখে সজোরে দম দিবে। একটি চাটিতে (মেটে মুচি) সরিষার তৈল দিয়া মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। অতঃপর একটি ফলিতার মুখে আগুন ধরাইয়া জ্বলন্ত আগুন নিবাইয়া দিবে। তখন উহা পুড়িতে থাকিবে ও ধোঁয়া রোগীর নাক দিয়া টানাইবে দরকার হইলে পর ৪টি পর্যন্ত ফলিতা জ্বালাইবে। ইহাতে জ্বীন কঠিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পলায়ন করিবে। খুব শাস্তি হইয়াছে মনে করিলে অঙ্গীকার পত্র লিখাইয়া রাখিবে। ঐ জ্বীনের দ্বারা তাহার ঘনিষ্ঠ কেহ থাকিলে তাহাকেও ডাকাইয়া অঙ্গীকার লইবে।

২১। তদ্‌বীর করিতে করিতে ২০ টি তদ্‌বীর শেষ হইয়া গেলে এবং দুর্দান্ত জ্বীন পলায়ন না করিলে শেষবারে উপায়ান্তর না থাকিলে তাবীজ কাগজে লিখিয়া লম্বা ভাজ দিয়া বাদাম তৈল মাখাইয়া লোহার দস্তমান দ্বারা ধরিবে (হাত দ্বারা নয়) এবং আগুন লাগাইয়া রোগীর নাক সোজা

অর্ধ হাত নীচে পোড়াইয়া দিবে। একটি তাবীজ পোড়া শেষ হইলে একটি জ্বীন জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। এই তদ্‌বীরে যাদু জ্বীন পুড়িয়া মরিবে। জ্বীনদের প্রবল আক্রমণের সময় ইহাই একমাত্র মারণাস্ত্র। জ্বীন জ্বলিয়া গেলে রোগী চৈতন্য লাভ করিবে এবং জিহ্বা বাহির হইয়া যাইবে। খুব পানি পান করিবে। কিন্তু তখন খুব পানি পান করিতে দিবে। ইহা আমার বহু পরীক্ষিত। জনৈক জ্বীন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত। এই সময় জ্বীনকে খুব যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দিয়া মারিতে হইলে পোড়াইবার সময় افحسبتم الاية পড়িতে থাকিবে।

অন্যান্য তাবীজ পোড়াইবার সময় বা শাস্তি দিবার সময় জ্বীনে যাদু করিয়া থাকে তখন আগুনের দ্বারাও পুড়িতে চায় না। এরূপ অবস্থায় একবার রোগীর মুখে থুথু দিলে উহাদের যাদু নষ্ট হইয়া যাইবে। জ্বীন যতই হউক না কেন কোন চিন্তা করিবে না, তবে রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তাবীজটি এই—

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار و اخوانهم و احبابهم ـ

দূর থেকে নজর করিয়া থাকিলেও এই তাবীজে জ্বীন ঐ দূর থেকেই পুড়িয়া মরিবে। অবশ্য এই তাবীজটির এজাযত একমাত্র অনুবাদককে দেওয়া হইয়াছে। পাঠক দরকার মনে করিলে অনুবাদক থেকে অনুমতি লইবেন। জ্বীন শরীরের ভিতর না থাকিলে শুধু বন্ধের তাবীজ দিয়াই রোগীর থেকে দূরে রাখিবে।

২২। কাঠের ঘাইনের ভাংগা খালেছ সরিষার তৈল তামার পাত্রে রাখিয়া ১৪ বার আয়াতে-কুত্‌ব পড়িয়া প্রত্যেক বারেই জোরের সহিত দম দিবে। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় (এক মিনিটও বেশকম না হয়) শরীরে নিজেই মালিশ করিবে যেন একটি চুল পরিমাণ জাগায়ও বাদ না থাকে। খোদা চাহে ত জ্বীন ও যাদু দূর হইবে।

২৩। জ্বীন বদনজর দ্বারা ক্ষতি করিলে বদনজর দূর করিবার তদ্‌বীর করিবে।

২৪। জ্বীন অবাধ্য হইলে কিংবা কাহাকেও ডাকিতে বলায় সে তাহাকে না ডাকিলে সূরা-জ্বীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি জোরের সহিত রোগীর মুখে মারিলে সে বাধ্য হইবে। যাহাকে ডাকিতে বলিবে ঠিক তাহাকেই ডাকিবে।

২৫। জ্বীন রোগীর শরীরের বাহিরে থাকিলে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। আবার শরীরের ভিতর ঢুকিলেও বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কিন্তু ঘন ঘন শরীরের ভিতর ঢুকিলে ও বাহির হইলে রোগীর সাংঘাতিক ক্ষতির আশঙ্কা এবং নানাবিধ রোগের উৎপাত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া মাথার মগজের উপরের তৈলাক্ত পদার্থ শুষ্ক হইয়া পাগল হইয়া যাওয়ার খুবই আশঙ্কা। এমতা-বস্থায় মকরধজ, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধজ, যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করাইবে। মাথায় ঠাণ্ডা তৈল ব্যবহার করাইবে। আমেল নিজের কুওতে খেয়ালিয়া দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে।

২৬। জ্বীন রোগীর চক্ষুর ক্ষতি করিলে একবার আয়াতুল কুরছি, একবার সূরায়ে-ছাফ্‌ফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িয়া চক্ষুতে দম দিবে এবং এইভাবে পড়িয়াই পানিতে দম দিয়া রোগীর চক্ষু ধৌত করিতে ও খাইতে দিবে। শ্বেতচন্দন ঘষিয়া চক্ষের চার পার্শ্বে লেপ দিবে।

২৭।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ـ

৩ বার পড়িয়া ১।। হাত লম্বা ডালিমের ডালে ফুঁক দিয়া উহা দ্বারা রাগান্বিত অবস্থায় রোগীকে আস্তে আস্তে খুব ঘন ঘন প্রহার করিলে জ্বীন পলায়ন করিতে বাধ্য।

২৮। জ্বীন রোগী বা অন্য কাহারও হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কিংবা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাংগিয়া ফেলিলে সূরা-জ্বীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিবে এবং ঐ পানি দ্বারা ঐ অঙ্গ ধৌত করিয়া দিবে। পানি পান করিতে দিবে।

২৯। অনেক সময় জ্বীন রোগীর কথা বলার শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে উহার প্রতিকারার্থে كهيعص ২৩ বার حمعسق ২০ বার; পর্যন্ত لتشقى ..... طه ১ বার;

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاۤءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا۔

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه الخ ২ বার; সূরা-ইয়াসীন প্রথম মুবীন পর্যন্ত ১ বার; সমস্ত পড়িয়া পানিতে একবার দম দিবে। আবার ঠিক ঐ নিয়মে পড়িবে এবং প্রত্যেক আয়াত নির্ধারিত পরিমাণ পড়া হইলে পর ঐ পানি রোগীর মুখের মধ্যে ভরিয়া ১০/১৫ মিনিট রাখিয়া গিলিয়া খাইতে দিবে। রোগী মুখের মধ্যে ঐ পানি রাখিতে না চাইলে জোরপূর্বক রাখাইয়া পান করাইবে। খোদা চাহে ত তখনই রোগী ভাল হইয়া যাইবে।

৩০। উপরোক্ত তদ্‌বীরে জবান না খুলিলে জ্বীন হাজির করিয়া বন্ধন করত ২৮ নং তদ্‌বীর করিলে রোগী অবশ্যই কথা বলিবে। জ্বীনও পলায়ন করিবে।

৩১। জ্বীন সাপ হইয়া রোগীকে দংশন করিলে সর্ব বিষ চিকিৎসার তদ্‌বীর করিয়া বিষ নষ্ট করিয়া দিবে।

৩২। জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বীন রোগীকে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে রোগীকে বন্ধের ভিতর রাখিবে। এরূপ কঠিন সময় রোগীর নিকট হাফেজ বসিয়া সূরা-ইয়াসীন, সূরা-ছাফ্‌ফাত, সূরা-ইউনুস, সূরা-জ্বিন এবং افحسبتم আয়াত পড়িতে থাকিবে। আমেল নিজে ৩ হাত লম্বা চল্লিশ তার কাঁচা সূতায় ৪০টি গিরা দিবে এবং প্রত্যেক গিরা দিবার সময় ১ বার—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

পড়িয়া দম দিবে। পড়া শেষ হইলে গলায় বাঁধিয়া দিবে।

৩৩। আমেল নিজে ৩বার আয়াতুল-কুরছি পড়িয়া উভয় হাতের তালুতে দম করত দস্তক দিলে দুষ্ট জ্বীন তথা হইতে পলায়ন করিবে।

৩৪। ভয়ে কম্পিত রোগীকে নিম্নোক্ত তাবীজটি ধারণ করিতে দিবে।

جبرائيل ص ٧٨٦ ميكائيل ص

١٦	١٩	٢٢	٩
٢١	١٥	٥	٢٥
١١	٢٤	١٧	١٤
١٧	١٣	١٢	٢٢

عزرائيل ص اخر محمد صلى الله عليه وسلم اسرافيل ص

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰ خِرَةِ ○ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

١١طح ١١١ح ٢١-٧٤ ١١٥١٥٢

৩৫। রোগী যখনই জ্বীন দেখিতে পাইবে তখনই পড়িবে العنك بلعنة الله التامة দুষ্ট জ্বীন তৎক্ষণাৎ ওখান হইতে পলায়ন করিবে।

বন্ধ

৩৬। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

৭৮৬

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

 ١١١م ١١١١هـ

وصلى الله تعالى واله وسلم

(از علامه ظفر احمد عثمانى)

৩৭।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ (از قول الجميل)

উপরোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ছোট বাচ্চাদের কিংবা বয়স্ক রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিলে নিরাপদ থাকে।

৩৮।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ بِسْمِ اللهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيْطَانُنَا يٰسٓ سَقْفُنَا كهيعص كِفَايَتُنَا حمعسق حِمَايَتُنَا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اِنَّ وَلِيِّ ىَ اللهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

যে সব ছোট ছেলেমেয়ে ঘুমাইলে চিৎকার করে এবং যাহাদের জ্বীনের আছর হইয়াছে তাদের গলায় বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বহুবার পরীক্ষিত।

৩৯। হেরজে আবি দোজানা নেহায়েত পরীক্ষিত তাবীজ, লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بسم الله الرحمٰن الرحيم ط بسم الله هذا الكتاب من محمد رسول الله رب العالمين الى من طرق الدار من العماد و الزوار و السلخين الا طارقا يطرق بخير يارحمٰن اما بعد فان لنا ولكم فى الحق سعــة فان تك عاشقا موسعا او فاجرا مختصما او راعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اتركوا صاحب كتاب هذا و انطلقوا الى عبدة اوثان والاصنام والذين يزعمون ان مع الله الٰها اٰخر لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون تقلبون حم لا تنصرون حمعسق تفرق اعداء الله و بلغت حجة الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ـ وصلى الله على محمد واٰله واصحابه وسلم ١١ط ح١١ح٢١لا٢-١١٥١٥٢

৪০। ৩৫ নং তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিলে জ্বীন রোগীর নিকট আসিতে পারে না। জ্বীন রোগীর থেকে বিতাড়নের পর বন্ধের জন্য কোন তাবীজ দিবে এবং তৎসঙ্গে দুঃস্বপ্ন থাকিলেও ঐ তাবীজে বিশেষ উপকার হইবে।

৪১। জ্বীন তাড়াইয়া নিম্নোক্ত তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم　　　　بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

كا ١١ ١١ ه　　　　كا١١١٥ ه

(ازبياض يعقوب)

৪২। সূরা-জ্বীন সম্পূর্ণ লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে রোগীর নিকট জ্বীন আসিবে না।

৪৩। একটি তামার তাবীজ লইয়া প্রথমতঃ সূরা-জ্বীন একবার পড়িয়া উহাতে দম দিবে। অতঃপর ১২টি আলপিনের প্রত্যেকটির উপর পূর্ণ সূরা-জ্বীন পড়িয়া দম দিয়া ঐ তামার মাদুলিতে পুরিয়া রোগীর গলায় দিবে।

৪৪। নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া রূপার মাদুলীতে ভরিয়া গলায় কিংবা ডান হাতের বাজুতে ভরিয়া দিবে। এই তাবীজ সঙ্গে থাকিলে জ্বীন স্পর্শ করিতে পারে না, শত্রুর অস্ত্রের আঘাত শরীরে আছর করে না। বুযুর্গানে-দীন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই তাবীজ বকরীর গলায় বাঁধিয়া দিলে এই বকরী বাঘে খায় না। আমি নিজেও ব্যবহার করিয়া বহু গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ○ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ـ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ وَّ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ـ وَ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ اَللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ وَّ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ـ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ـ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ـ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ (از حيواة الحيوان)

৪৫। নিম্নোক্ত তাবীজও আমার বহু পরীক্ষিত। ইনশাআল্লাহ্ উহা সঙ্গে রাখিলে জ্বীন কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط كُلُّ ذِيْ مُلْكٍ فَمَمْلُوْكٌ لِلّٰهِ وَ كُلُّ ذِيْ قُوَّةٍ فَضَعِيْفٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ كُلُّ جَبَّارٍ فَصَغِيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ كُلُّ ظَالِمٍ لَّا مَحِيْصَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ حَصَّنْتُ حَامِلَ كِتَابِيْ هٰذَا بِاٰيَتِهٖ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الشَّيَاطِيْنِ وَ الْعَفَارِيْتِ الْمُتَمَرِّدِيْنَ يَا مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الشَّيَاطِيْنِ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلٰى اَفْوَاهِكُمْ وَ عَصَا مُوْسٰى عَلٰى اَكْنَافِكُمْ وَ خَيْرُكُمْ بَيْنَ اَعْيُنِكُمْ وَ شَرُّكُمْ تَحْتَ اَرْجُلِكُمْ وَ لَا غَالِبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ حَامِلُ كِتَابِيْ هٰذَا فِيْ حِرْزِ اللّٰهِ الْمَانِعِ الَّذِيْ لَا يَذِلُّ مَنِ اعْتَزَّبِهٖ وَ لَا يَنْكَشِفُ مَنِ اسْتَتَرَ بِهٖ ـ سُبْحَانَ مَنْ اَلْجَمَ الْبَحْرَ بِكَلِمَاتِهٖ سُبْحَانَ مَنْ اَطْفَاَ نَارَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقُدْرَتِهٖ وَ حِكْمَتِهٖ سُبْحَانَ مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ اَقْبِلْ وَ لَا تَخَفْ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى لَا تَخَافَا اِنَّنِيْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَ اَرٰى ـ اَللّٰهُمَّ احْفَظْ حَامِلَ كِتَابِيْ هٰذَا وَ اسْتُرْهُ بِسِتْرِكَ الْوَافِي الْحَصِيْنِ فِيْ لَيْلِهٖ وَ نَهَارِهٖ وَ ظَعْنِهٖ وَ قَرَارِهٖ الَّذِيْ تَسْتُرُبِهٖ اَوْلِيَائَكَ الْمُتَّقِيْنَ مِنْ اَعْدَائِكَ الظَّالِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ عَادَاهُ فَعَادِهٖ وَ مَنْ كَادَهٗ فَكِدْهُ وَ مَنْ نَّصَبَ لَهٗ فَخًّا فَخُذْهُ وَ اَطْفِئْ عَنْهُ نَارَ مَّنْ اَرَادَ بِهٖ عَدَاوَةً وَّ شَرًّا وَّفَرِّجْ عَنْهُ كُلَّ كُرْبَةٍ وَّ هَمٍّ وَّ غَمٍّ وَّ ضِيْقٍ وَّ لَا تُحَمِّلْهُ مَالَا يَقْوٰى وَ لَا يُطِيْقُ اِنَّكَ اَنْتَ الْحَقُّ الْحَقِيْقُ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

(من حيواة الحيوان)

١١ ط ح ١١١ ح ٥٢١لا ١٥٢ ١١٥

ه

পূর্বোক্ত তাবীজের সহিত উক্ত তাবীজ এবং উহার সহিত ৩৫ নং তাবীজ লিখিয়া গলায় বা হাতের বাজুতে রাখিলে সমুদ্র গমন, বন ভ্রমণ, শত্রুদের মধ্যে গমনাগমন এবং জ্বীনের উৎপাত হইতে খোদার অনুগ্রহে সর্বাবিধ বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

বাড়ী বন্ধ

অনেক সময় তাবীজ দিয়াও কূল-কিনারা যখন পাওয়া না যায় তখন বন্ধের তাবীজ রোগীকে ব্যবহার করিতে দিবে। সংগে সংগে রোগীর বাড়ীও বন্ধ করিবে। এরূপ অবস্থায় খুব বেশী করিয়া রোগীকে শাস্তি দিবে। যেন তাহার পুনরাক্রমণের সাহস না হয়।

বাড়ী বন্ধের নিয়ম নিম্নরূপ

৪৬। আট দশ আঙ্গুলি পরিমাণ ৪টি (তারকাটা) ডানীশ লোহা লইবে। প্রত্যেকটি লোহার উপর ২৫ বার انهم يكيدون كيدا و اكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا পড়িয়া প্রত্যেক বারই ফুঁক দিবে। এইরূপে ৪টি লোহা পড়িয়া রাখিয়া দিবে। ৪টি কাঁচা কিংবা অল্প পোড়া মেটে শরা লইবে এবং প্রথমটির ভিতর লিখিবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ جبرائيل عن يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللهُ الظّٰلِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللهُ مَايَشَاءُ ـ

২য়টির ভিতর লিখিবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ ميكائيل عن لَهٗ مَا سَكَنَ فِى اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৩য়টিতে লিখিবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ اسرافيل عن قُلْ مَنْ يَّكْلَاُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ـ

৪র্থটিতে লিখিবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ عزرائيل عن فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৪টি মেটে পাতিলে পড়া ৪টি লোহা পুরিয়া প্রত্যেকটি পাতিলের মুখ ঐ লিখিত শরা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে। অতঃপর এক লোটা পানিতে ১৩ নং তদ্‌বীরে লিখিত আয়াতসমূহ পড়িয়া দম করিবে।

বাড়ীর যতদূর পর্যন্ত রোগী চলাফেরা করিয়া থাকে, তার চার কোণে চারটি ১।। হাত পরিমাণ গর্ত করিবে। ঐ চারটি গর্তের পার্শ্বে ঐ চারটি লৌহপূর্ণ পাতিল রাখিয়া তাহার নিকটে ৪ জন হাফেয দণ্ডায়মান থাকিয়া সূরা-ছাফ্‌ফাত, সূরা-ইউনুস, সূরা-ইয়াছিন ও সূরা-জ্বীন একবার করিয়া পড়িতে থাকিবে। আমেল স্বয়ং এক কোণ হইতে একটি কাঁচি কিংবা লৌহের অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা দায়েরা টানিয়া দাগের প্রথম স্থানের সংগে মিলিত করিয়া দিবে এবং দায়েরা শেষ হওয়ার সংগে আয়াতুল কুরছিও শেষ করিবে।

তারপর সীমানার বিভিন্ন স্থানে কলসীতে পানি রাখিয়া উহাতে কিছুটা ঐ পড়া পানি মিশাইবে। আট দশজন লোক পানি ছিটাইবার জন্য রাখিবে। তাহারা শুধু পানি ছিটাইবার কাজই করিবে। একজন মোয়ায্‌যেন মাঝখানে দাঁড়াইয়া আযান দিবে।

পানি ছিটাইবার কাজ এবং আযান এক সঙ্গে আরম্ভ করিবে এবং এক সঙ্গেই শেষ করিবে। ঠিক শেষ বারে যখন মোয়ায্‌যেন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে, তখনই পানি ছিটাইবার কাজ শেষ হওয়া চাই এবং ঐ একই সময় পাতিল চারটি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া গর্তে গাড়িয়া দিয়া মাটি চাপা দিবে।

প্রকাশ, যতটা জায়গা নিয়া বন্ধ হইবে উহার মধ্যে এক বিঘৎ জায়গাও যেন পানি ছিটাইতে বাদ না পড়ে। ৪ জন হাফেয পড়ার কাজটা কিছু পূর্বেই আরম্ভ করিবে। প্রত্যেকটি ঘরের সর্বত্র পানি ছিটাইয়া দিবে। কোন জায়গায় বাদ পড়িলে তথায় দুষ্ট জ্বীন থাকিয়া গেলে আর বাহির হইতে পারিবে না। ভিতরে থাকিয়া ক্ষতি করিবে, এজন্য একটু জায়গাও বাদ রাখিবে না। বন্ধ শেষ হইল।

দুষ্ট জ্বীনেরা দলবদ্ধ হইয়া অনেক সময় এই বন্ধ নষ্ট করিয়া থাকে। উহা রক্ষার জন্য ঐ চারিজন হাফেয প্রত্যেকেই দায়েরার উপর দিয়া ডান দিকের কোণে পাতিলের কাছে দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জ্বীন পড়িবে, এইরূপে প্রত্যেকেই একবার প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রত্যেক গর্তস্থ পাতিলের নিকট দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জ্বীন পড়িবে। অতঃপর প্রত্যেক হাফেযের দ্বারা কিছুটা পানিতে দম করাইয়া ঐ পানি দায়েরার উপর ছিটাইবে। এখন আমেল বন্ধের ভিতর বসিয়া মনোযোগ সহকারে একবার "হেযবুল বাহার" পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবে।

(از عبد القيوم الجنى جليس ابليس اولا و الجنى الصالح الزاهد ثانيا)

এই বন্ধ খোদা চাহে তো জ্বীনেরা সহজে ভাংগিতে পারিবে না, রোগীকে দীর্ঘদিন ইহার মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিবে।

এই বন্ধের মধ্যে জ্বীন, চোর, ডাকাত ঢুকিতে পারিবে না। বাড়ীতে ঢিলা নিক্ষেপ করিলে ঢিলা হটিয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান থাকিবে যেন পাতিলের উপর কেহ পায়খানা না করে।

৪৭। জ্বীনেরা যদি এমন দায়েরা করিয়া থাকে যাহাতে রোগী আগুনের তাপ অনুভব করিতে থাকে, কোন কোন সময় ভীষণ শীতও অনুভব করিতে থাকে এবং অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তবে দুষ্টদের ঐ দায়েরা নষ্ট করিবার জন্য এবং রোগীকে হুঁশ করিবার নিম্নোক্ত তদ্‌বীর করিবে। ইহাতে দায়েরা নষ্ট হইবে এবং ঐ সমস্ত দুষ্টগুলিও মরিয়া যাইবে। মজার ব্যাপার এই যে, তাহারা সন্ধান পাইবে না কে তাহাদেরে মারিয়াছে?

(از عبد القيوم ثم الجنى نديم ابليس ثم الصالح الساكن فى تبت ثانيا)

৪৮। প্রথম রোগী যে ঘরে রহিয়াছে ঐ ঘর অনুযায়ী মাটি কিংবা কাগজের উপর একটি নক্সা অঙ্কন করিবে। অর্থাৎ, ঘরটি গোল হইলে নক্সাটিও গোল হইবে। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া ঐ নক্সার মধ্যে ফুঁক দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ۔ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ۔ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

رَبِّ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ ১ বার

সম্পূর্ণ সূরা-জ্বীন ১ বার, সূরা-ইউনূস ১ বার, সূরা-ইয়াসিনের ১ম রুকূ ১ বার, আয়াতুল কুরছি ১ বার, শুধু يس শব্দ ৭ বার, শধু طه শব্দ ৭ বার, كهيعص ৭ বার ও শুধু حم ৭ বার।

৪৯। নিথর নির্জনে ভয়াবহ স্থানে কিংবা শত্রুদের ভিতর পড়িয়া গেলে নিম্নলিখিত আমল করিলে খোদা চাহে ত নিরাপদ থাকিবে। জ্বীন ও ইনসানের তথা সমস্ত সৃষ্ট জীবের চক্ষে অদৃশ্য থাকিবে।

প্রথমতঃ একটি লোহার দ্বারা তদভাবে ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি দ্বারা নিজেদের চতুর্দিকে একটি গোলাকার দায়েরা টানিবে, দায়েরা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আয়াতুল কুরছি আরম্ভ করিয়া উহা শেষ হইবার সময় পর্যন্ত আয়তুল কুরছি ৭ বার পড়িবে। অতঃপর ভিতর হইতে ৭টি ঢিলা তুলিয়া হাতে লইবে। প্রত্যেকটি ঢিলা তুলিবার সময় একবার فُقِحَ مِخَمَّتٌ পড়িবে। তারপর ঐ ঢিলাগুলি দায়েরার চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিবে এবং প্রত্যেক বারই فُقِحَ مِخَمَّتٌ পড়িবে। ইহার পর সঙ্গীগণের মুখ বাহিরের দিকে এবং পিছন ভিতর দিকে রাখিবে। আমেল كهيعص পড়িবে। ك পড়িতে ডান হতের কনিষ্ঠা ه পড়িতে অনামিক ى পড়িতে মধ্যমা ع পড়িতে শাহাদৎ এবং ص পড়িবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি পর পর বন্ধ করিয়া রাখিবে। حمعسق পড়িবে এবং ح পড়িতে বাম হাতের কনিষ্ঠা م পড়িতে অনামিকা ع পড়িতে মধ্যমা س পড়িতে শাহাদৎ এবং ق পড়িতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করিয়া মুষ্ঠি বন্ধ করিয়া লইবে। কেহই কথা বলিবে না, সবাই يا حفيظ পড়িতে পড়িতে রাত্রি প্রভাত করিবে। খোদা চাহে ত সমস্ত বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

জ্বীন ও ইনসানের যাদু

৫০। জ্বীন রোগীর উপর আছর করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই একটা যাদু করিয়া থাকে যাহার দরুন অনেক সময় আমেলের আমল কার্যকরী হইতে পারে না। উহা দূর করণার্থে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া পানি কিংবা শুক্না মাটিতে দম দিয়া রোগীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবে, কিছুটা রোগীর গায়ে দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ ـ وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ـ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ ـ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ

قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَآ اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

৫১। উক্ত আয়াতসমূহ নূতন মেটে পাতিলে স্রোতের পানিতে পড়িয়া যাদুগ্রস্ত রোগীকে ৭ দিন পর্যন্ত গোসল দিলে, গোসল দেওয়া সম্ভব না হইলে অন্ততঃ হাত-মুখ ধৌত করিয়া কিছুটা পান করিতে দিলে সমস্ত যাদু নষ্ট হইয়া যায়। ঐ পানি বাড়ী-ঘরের সর্বত্র ছিটাইয়া দিলে দাফন করা যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সর্বপ্রকার যাদু নষ্ট করিতে উক্ত আয়াতসমূহ বিশেষ কার্যকরী।

৫২। ৫০ নং আয়াতসমূহ লিখিয়া চান্দির তাবীজে পুরিয়া রোগীর সঙ্গে রাখিলে যাদু আছর করিবে না।

৫৩। কাহারও বাড়ীতে যাদুর জিনিসপত্র পুতিয়া রাখিলে সূরা-শুআরা সম্পূর্ণ লিখিয়া একটা সাদা মোরগের গলায় বাঁধিয়া দিলে মোরগ যাদুর স্থানে গিয়া আওয়াজ দিবে কিংবা পায়ের দ্বারা ঐ স্থান খুঁড়িতে থাকিবে। তখন নিজেরা উহা উঠাইয়া ৫০ নং আয়াত পড়িয়া দম দিবে এবং পোড়াইয়া পানিতে ফেলিয়া দিবে। কিন্তু মোরগের গলায় ঐরূপ না দেওয়াই ভাল; বরং ৫১ নং তদ্‌বীর করিবে।

৫৪। দুষ্ট জ্বীনের যাদু নানা প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কোন পরওয়া করিবে না, আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিবে। যাদু খুব জোরে আছর করিলে, চাই সে যাদু মানুষেরই হউক আর জ্বীনেরই হউক ৫ বার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ কাগজে লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিয়া দিবে।

৫৫। মানুষ কিংবা জ্বীনের যাদুর আছরের দরুন রোগীর নাক-মুখ কিংবা পায়খানার সহিত রক্ত বাহির হইলে ৫০ নং আয়াতসমূহ পড়িয়া গোসল করাইয়া দিবে।

৫৬। যাদু নষ্ট করিতে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর বড়ই উপকারী। ৭ দিনে খোদা চাহে ত নিরাময় হইয়া যাইবে। নিজেই ইহা বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। যাদু নষ্ট করিতে যখন অন্য কোন তদ্‌বীর কার্যকরী না হয়, তখন ইহা ব্যবহার করিলে সুফল হইবেই ইন্‌শাআল্লাহ্‌। জাফরান, কস্তুরী ও কেওড়ার পানি দ্বারা কালি প্রস্তুত করিয়া ৭ খানা চিনা বরতনে লিখিবে—

بسم الله الرحمن الرحيم ط سبحان الله ، سبحان الله و عظمة الله و برهان الله وصنع الله و بطش الله و كبرياء الله و جلال الله و كمال الله و من الله و لااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس و ملتومانس النار و ما ذرنادرنا اخنوس برحمتك يا ارحم الراحمين -

প্রত্যহ একখানা প্লেট ধুইয়া পান করিবে। (ازبياض يعقوبى)

৫৭। অনেক সময় যাদুকর লোক স্বীয় যাদুর দ্বারা বন্ধের তাবীজ নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নরূপ একটি খালেছ চান্দি রূপার (মিনাদার) আংটি তৈরি করিয়া লইবে। শেষ রাত্রিতে (বৃহস্পতিবার দিবা গত রাত্রি হইলে ভাল হয়।) ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আংটির মিনার উপর بسم الله الرحمن الرحيم ও اعوذ بالله من الشيطان الرجيم অস্ত্র দ্বারা অঙ্কন

করিয়া লিখিবে। মিনা ছোট হইলে অঙ্কে লিখিবে। শুধু ৭৮৬ লিখিলেও হয়। কিন্তু মিনা বড় করিয়া নিয়া অঙ্কে দুইটিই লিখিলে ভাল। অতঃপর ৭ বার সূরা-ইয়াছীন পড়িবে, প্রত্যেকবার সূরা শেষ করিয়া মিনার উপর ফুঁক দিবে। সূরা-ছাফ্ফাত ২ বার পড়িয়া প্রত্যেক বারই দম দিবে। افحسبتم আয়াত ৭ বার, আয়াতুল, কুরছি ১০ বার, প্রত্যেক বারই মিনার উপর দম দিবে। ভোরেই আংটি যে কোন রং দিয়া রঙ্গিন করিয়া লইবে। এই অঙ্গুরী হাতে থাকিতে মানুষ ও জ্বীনের কোন প্রকার যাদু চলিবে না। ইহা আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। এই অঙ্গুরীটির থেকে যাদুর ভাল তদ্বীর আর নাই। অবশ্য অনুবাদকের থেকে ইহার এজাযত লইতে হইবে।

(از عبد الرحمن الجنى الصالح المتوفى باندمين)-

আমেলের কর্তব্য

৫৮। আমেল হওয়ার চেয়ে কামেল হওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ কামেল হওয়ার পর বিনা আমলেও জ্বীন নতি স্বীকার করিয়া চলিয়া যায়। খোদ ঐ কামেল বা তাহার পরিবার-পরিজনের প্রতি ক্ষতির আশঙ্কাও খুব কম থাকে। কিন্তু কামেল ছাড়াই আমেল হইলে বড়ই বিপদ। আমেলের নিজের ও পুত্র-পরিজনের প্রত্যেকের সংরক্ষণের জন্য বহু বেগ পাইতে হয়।

কামেল ছাহেবে নেছবতের কোনই অসুবিধার কারণ নাই। আমরা আমেলের জন্য এখানে কিছু উল্লেখ করিব যাহাতে আমেল পুত্র-পরিজনসহ নিরাপদ থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের পূর্ণ পাবন্দ হইতেই হইবে। হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মাহরাম-গয়রে মাহরাম প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

টাকার লোভ এবং সম্মানের লোভকে পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে। একমাত্র আল্লাহ্র দুঃস্থ বান্দার উপকারার্থেই কাজ করিয়া যাইবে। যেদ বা ঈর্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কোন শায়খে কামেলের হাতে বায়আৎ হইয়া নিজের আত্মার উন্নতি করিতে হইবে।

নিয়মিত তাহাজ্জুদ, এশ্রাক্, আওয়াবীন পড়িতে হইবে এবং তাহাজ্জুদের পর ১২ তছবীহ যেকের জারি রাখিতে হইবে।

আওয়াবীনের পর "হেযবুল বাহ্র" পড়িতে হইবে। ইহার এজাযতও লইতে হইবে যে কোন হক্কানী আমেল বা কামেল বুযুর্গ হইতে।

ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুত্র বাড়ীর সবাইকে ৪৫, ৪৬ ও ৩৫ নং তাবীজ লিখিয়া প্রত্যেককে ব্যবহার করিতে দিবে।

আমেল নিজের বাড়ী বন্ধ করিয়া দিবে। উহার নিয়ম ৪৯ নং দেখিয়া লইবে।

আমেল খুব সাহসী হইলে মোয়াক্কেল হাছিল করিতেও পারে। উহার দ্বারা বহু কঠিন কাজও সমাধা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিপদসঙ্কুল হেতু না করাই ভাল। একান্ত কেহ তাছখীরের আমল করিতে ইচ্ছুক হইলে ৩ চিল্লা ১২০ দিন নির্জনে থাকিবে। মাছ, গোশ্ত, ঘি, মাখন, দুধ, দধি, লবণ ইত্যাদি খাইবে না, শুধু শাক-সব্জি (নেমক ছাড়া) যবের রুটির সহিত ভক্ষণ করিবে এবং ৩ চিল্লায় ১২৫০০০ (সোয়া লক্ষ) বার সূরা-জ্বীন পড়িবে। প্রত্যহ পড়া শুরু করিবার পূর্বে এবং পরে দুরূদ শরীফ পড়িবে। ইহার ছওয়াব হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর উপর বখ্শিবে। শেষ দিনের রাত্রে অতি সুন্দর ভাল পোশাকে একজন লোক আসিবেন। সালাম দিবেন এবং কোন্ কাজের জন্য তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে আমেল কোন কাজের ফরমায়েশ করিবে

না। কারণ কোন নির্দিষ্ট কাজ তাহাকে দিলে সে ঐ কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে। সে তার অনুগত থাকিবে—তাঁহাকে বলিবে, তুমি হাযির থাকিবা।

আমলের ১২০ দিনের মধ্যে আমেল ভয়াবহ বহুকিছু দেখিতে পারে, কিন্তু ভীত হইলে আমল নষ্ট হইয়া যাইবে। কোন কাজই হইবে না। শেষ দিনও ভীত হইবে না, অতি সাহসের পরিচয় দিতে হইবে।

চিল্লাকাশী আরম্ভের পূর্বে আয়াতুল কুরছির গোল দায়েরা দিয়া তার মধ্যে বসিয়া আমল করা উচিত।

আমেল প্রত্যহ কমপক্ষে ১ পারা কোরআন শীরফ তেলাওয়াত এবং ১ মঞ্জিল মোনাজাত মকবুল অবশ্যই পড়িবে।

অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদ

একটি নূতন মেটে পাতিল ঢাকনির সহিত সামনে রাখিয়া পূর্ণ সূরা-ইয়াছীন পড়িবে এবং প্রত্যেক مبين পর্যন্ত পড়িয়া শরা উঠাইয়া একবার দম দিবে। অবৈধ প্রণয়কারীদের নাম লইবে। এরূপে পড়া শেষ হইলে ঐ পাতিলটি উহাদের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে। পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটিবে। মিলন ও বিচ্ছেদের আমল অনেক প্রকার। আমরা বিশেষ প্রয়োজনে এখানে মাত্র একটি আমল উল্লেখ করিলাম। কিন্তু না-জায়েয স্থানে কেহ ইহা ব্যবহার করিয়া নিজের আখেরাত নষ্ট করিবেন না।

٧٨٦

انا اعطيناك	الكوثر	فصل
لربك	وانحر	ان
شانئك	هو	الابتر

٧٨٦

ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف

اللّهم خالف بين فلان ـــ بن فلانة ـــ بقهرك ياقهار ياجبار

হারানো বস্তু প্রাপ্তির জন্য

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ بَيْنَ فُلَانٍ وَّ بَيْنَ مَتَاعِهٖ فلان شَيْءٍ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

পড়িয়া তালাশ করিলে উহা পাওয়া যাইবে।

চুরি

১। চুরি হইয়া গেলে অনতিবিলম্বে এক হাত লম্বা এক হাত চওড়া নূতন সাদা কাপড়ের উপর গোল দায়েরা দিয়া উহার ভিতর নিম্নরূপ লিখিবেঃ

অতঃপর একবার সূরা-ফাতেহা, একবার সূরা-ওয়াদ্দুহা পড়িয়া ফুঁক দিয়া এক কোণা বটিয়া আনিবে। এরূপ সাতবার করিয়া উহার মাঝখানে একটি লৌহ গাড়িয়া রাখিবে এবং ঐ কাপড় অন্ধকার স্থানে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া দিবে। খোদা চাহে ত চোর চুরির বস্তু নষ্ট বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না এবং শিঘ্রই উহা মালিকের হস্তগত হইবে।

২। একটি কদুর পুরাতন খোলের উপরিভাগে গোল দায়েরা দিয়া উহার ভিতরে গোলকভাবে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিবেঃ

قل انـدعوا من دون الله ما لاينفعنا و لا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهـوتـه الشيـاطين فى الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هوالهدى و امرنا لنسلم لرب العالمين ـ

এবং দায়েরার বাহিরে লিখেবে..... হারানো বস্তুর নাম এবং মালিকের নাম।

খোল লিখা শেষ হইলে সাদা পুরাতন কাপড় দ্বারা পেঁচাইয়া নির্জন বাগানে মাটির নীচে গাড়িয়া দিবে। খোদা চাহে ত মাল পাওয়া যাইবে। কিংবা চোরও ধরা পড়িবে। উক্ত তদ্‌বীরে চোর হয়রান এবং পেরেশান হইবে। কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে হইতে থাকিবে।

৩। সূরা-ওয়াদ্দোহা গোল দায়েরা আকারে কাগজে লিখিয়া উপরে ঝুলাইয়া রাখিবে যেখান হইতে মাল চুরি গিয়াছে। নৌকা চুরিতে উহা বিশেষ উপকারী; কিন্তু বড় গাছে ঝুলাইয়া বাঁধিতে হয়।

৪। ঘুমাইবার সময় একবার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি মাথার চতুর্দিকে ঘুরাইবে এবং বাড়ীর চতুর্দিকের বন্ধের নিয়ত করিবে। খোদা চাহে ত চোর ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে না।

৫। চোর চুরি করিতেছে এমতাবস্থায় মালিক জাগিয়া ১০ বার—

يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَ رْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ـ

পড়িয়া দুই হাতে দস্তক দিলে চোর পলায়ন করিতে পারে না।

৬। এক টুকরা কাগজে নিম্নলিখিত ৭ নং তাবীজ লিখিয়া বালিশের গেলাফের মধ্যে রাখিয়া ঘুমাইলে স্বপ্নযোগে মাল ও চোরের সন্ধান লাভ করিবে।

৭। ভিস্তিদের ব্যবহৃত ভাল একটি মোশক লইয়া উহার ভিতর একবার আয়াতুল কুরছি এবং যথাক্রমে নিম্নলিখিত সাতজন নবীর নাম নিম্নরূপ লিখিবে।

نوح، لوط، صالح، ابراهيم، موسٰى و عيسٰى ومحمد صلى الله عليه و عليهم السلام ـ

অতঃপর একবার আয়তুল কুরছি পড়িয়া উল্লিখিত তরতীব অনুযায়ী একজন নবীর নাম লইবে এবং বলিবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِمَآ اَرْسَلْتَ هٰذَا النَّبِيَّ اَنْ تَنْفَخَ بَطْنَ هٰذَا السَّارِقِ كَمَا نَفَخْتَ هٰذِهِ الْقِرْبَةَ ـ

এবং মোশকের মুখে ফুঁক দিবে; এরূপ সাতবার শেষ হইলে পর মোশকের মুখ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ওদিকে চোরের পেটও ফুলিতে থাকিবে। চোর মালসহ হাজির হইতে বাধ্য।

পলাতক মানুষ হাজির করিবার তদ্‌বীর

প্রথমে সূরা-ফাতেহা তৎপর—

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَ رْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَ رْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ اللهم يا هادى الضال و ياراد الضالة اردد على فلان بن فلانة ..... فلان بن فلانة ـ

কাগজে লিখিয়া পাক কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে। দুইখানা পাটা বা পাথরের মাঝে রাখিয়া অন্ধকার স্থানে নির্জনে রাখিয়া দিবে। খোদা চাহে ত খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবে।

فلان স্থানে পলাতক ব্যক্তির নাম فلانة স্থানে তাহার মাতার নাম লিখিবে।

দৌলত মন্দ হইবার জন্য প্রত্যহ এশার নামায পড়িয়া ১১ বার দুরূদ পড়িবে। তারপর চৌদ্দবার يَا وَهَّابُ পড়ত ১১ বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া ১০০ বার নিম্নোক্ত দো'আ পড়িবেঃ

يَا وَهَّابُ هَبْ لِىْ مِنْ نِّعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

যাবতীয় বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রথম ১১ বার দুরূদ শরীফ অতঃপর ১১১১ বার يَا لَطِيْفُ পড়িবে তারপর ১১ বার দুরূদ পড়িয়া দো'আ করিবে।

॥ নবম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

দশম খণ্ড

এই খণ্ডে এমন সব বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা মনে-প্রাণে অনুসরণ করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও সুখ-শান্তি পৌঁছান অতি সহজ হয়। উপরোক্ত কথা কয়টি শুনিয়া আপাতঃ দুনিয়াদারী কথা বলিয়াই মনে হয়, এইগুলি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর হাদীসের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়, এইগুলি দ্বীন-ইসলামের অন্তর্নিহিত কথা বৈ আর কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ "খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তিই যাহার হাত বা জবানের দ্বারা অন্য কাহারো কষ্ট না হয়।" হাদীস শরীফে ইহাও বর্ণিত আছে যে, "কোন মুসলমানের পক্ষে ইচ্ছাকৃত-ভাবে কঠিন বিপদে লিপ্ত হইয়া অপদস্ত হওয়া উচিত নহে।" হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছেঃ "রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন ওয়াজ করিতেন তখন তিনি খুব লক্ষ্য রাখিতেন, শ্রোতাগণ যেন ত্যাক্ত-বিরক্ত হইয়া না পড়েন" উপরোক্ত হাদীস-এর মারফত ইহাই প্রমাণিত হইল যে, নিষ্প্রয়োজনে নিজে কষ্ট করা বা কাহারো সহিত বিরক্তিকর আচার-ব্যবহার করা ইসলামী শরীঅত বিরোধী। সুতরাং ইসলামী শরীঅতের অনুকূলে এই খণ্ডে এমন কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হইল—যাহার পুরাপুরি অনুসারী হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও শান্তি বা আরাম পৌঁছান যায়। খালেছ নিয়তে এই সবের উপর বা-আমল হইতে পারিলে দুনো জাহানের কামিয়াবী হাছেল হয়।

□

প্রথম অধ্যায়

নিরাপদে থাকার কতিপয় নীতিকথা

১। রাত্রিকালে ঘরের দরওয়াজা জানালা বন্ধ করিবার পূর্বে ভালরূপে লক্ষ্য কর, ঘরের মধ্যে কোথায়ও কোন বিড়াল বা কুকুর লুকাইয়া রহিল কি না। কারণ, কুকুর বা বিড়াল না তাড়াইয়া দরওয়াজা বন্ধ করিলে জান ও মালের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আর কোন ক্ষতি না করিলেও রাত্রিভর খট্‌খট্ শব্দ করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত ঘটান কম ক্ষতি নহে।

২। কিতাব-পত্র এবং কাপড়-চোপড় মাঝে মাঝে রৌদ্র দিবে, নচেৎ পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

৩। ঘর-দরজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ঘরের আসবাব-পত্র যথাযথ স্থানে গুটাইয়া সাজাইয়া রাখিবে, শৃঙ্খলার সহিত রাখিবে।

৪। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে দৈনন্দিন কিছু শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। বেশী আরাম প্রিয় হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা। এই জন্য মেয়েদের পক্ষে অন্ততঃ যাঁতায় ডাল ভাংগা অথবা আটা পিষা, ঢেঁকিতে ধান ভানা বা কালেহে কোন দ্রব্য কুটা এবং চরখায় সূতা কাটা ইত্যাদি অতি উত্তম ব্যায়ামের ও লাভের কাজ ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৫। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিনা অনুমতিতে ঘরে বা কামরায় ঢুকিও না এবং সাক্ষাৎ করিতে বেশীক্ষণ বিলম্ব করিও না বা কথা বলিও না, যদ্দ্বারা তাহার বিরক্তি বা কাজের ক্ষতি হয়।

৬। ব্যবহারিক আসবাব-পত্র যথাস্থানে রাখার ব্যাপারে ঘরের সকলেরই উচিত শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রত্যেক বস্তু এইরূপ নির্দিষ্ট স্থানে রাখিও যেন কাজের সময় তালাশ করিতে না হয়। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট বস্তু না রাখিলে অনেক সময় অযথা হয়রান হইতে হয়। অতএব, তোমার নিজস্ব বস্তুও শৃঙ্খলা মত রাখ, প্রয়োজন মত হাত বাড়াইলেই যেন পাওয়া যায়।

৭। চৌকি,পীড়ি, লাঠি, দা, খন্তা, কাচি, বদনা, বাসন, কলস, ইট-পাথর প্রভৃতি রাস্তার উপর ছড়াইয়া রাখিও না। অনেক সময় অন্ধকারে বা কোন সময় দিনের বেলায়ও চলার সময় হোঁচট খাইয়া যখম হইতে পারে এবং বে-জায়গায় চোট লাগিতে পারে।

৮। তোমাকে যদি কেহ কোন কাজের আদেশ করে, তবে তাহা শুনা মাত্রই তুমি জ্বি-হাঁ বা জ্বি-না বা আচ্ছা ইত্যাদি যে কোন একটি হাঁ-সূচক বা না-সূচক শব্দ বলিয়া প্রতি-উত্তর দিও। অন্যথায় কাজের আদেশ দাতার মনে অশান্তি থাকিয়া যাইবে যে, তুমি হয়ত শুনিয়াছ এবং কাজ করিবে। অথচ তুমি হয়ত শুন নাই বা শুনিয়াছ কিন্তু কাজ করার ইচ্ছা নাই। এমতাবস্থায় আদেশদাতা অনর্থক তোমার আশায় অপেক্ষা করিয়া কষ্ট পাইতে থাকিবে। ইহা বড়ই অভদ্রতার কথা।

৯। খাদ্যদ্রব্যে নিমক সর্বদা পরিমাণের চেয়ে সামান্য কম দিও। কেননা, কম হইলে উহার প্রতিকার অত্যন্ত সহজ, কিন্তু নিমক বেশী হইলে উহার প্রতিকার অসম্ভব।

১০। শাক, তরকারী বা ডাইলের মধ্যে মরিচ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দিও না বরং পিষিয়া দিও। কেননা, শিশুদের মুখে মরিচের টুক্‌রা লাগিলে আগুন ধরার মত যন্ত্রণা বোধ করিবে।

১১। অন্ধকারে পানি পান করিতে হইলে হয় ত বাতি জ্বালাইয়া নিও, না হয় এক খন্ড কাপড় পানির পাত্রের মুখে রাখিয়া পান করিও। কেননা, কোন বিষাক্ত পোকা-মাকড় পানির মধ্যে থাকিতে পারে।

১২। শিশুদিগকে অধিক হাসাইবার জন্য আদর করার ছলে উপরের দিকে নিক্ষেপ করিয়া খেলিও না, কিংবা জানালার মধ্যে দিয়া লটকাইয়া ধরিও না, হয়ত পড়িয়া গিয়া হাসির স্থলে ফাঁসী হইয়া যাইতে পারে। তদ্রূপ শিশুদের পেছনে থাকিয়া হাসাইয়া হাসাইয়া দৌড়াইও না, হয়ত পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাংগিতে পারে।

১৩। বরতন খালি হইলে উহা ধুইয়া উল্টা করিয়া রাখিও। পুনরায় ব্যবহার করিবার সময় আবার ধুইয়া ব্যবহার করিও।

১৪। বরতন মাটিতে রাখিয়া খানা বাড়িলে উহার নীচের দিকটা তোয়ালে বা নেকড়া ইত্যাদি দ্বারা মুছিয়া দিও, অন্যথায় দস্তরখানায় মাটি লাগিয়া দস্তরখানায় বা বিছানায় দাগ লাগিতে পারে।

১৫। কাহারো বাড়ীতে মেহমান হইয়া তুমি বাড়ীর মালিককে (মেজবানকে) কোন খাবার ফরমায়েশ দিও না। হয়ত সাধারণ বস্তুরই ফরমায়েশ দিয়াছ, কিন্তু উহা জোটাইতে না পারিলে অথবা সময় মত তৈয়ার করিয়া দিতে না পারিলে বাড়ীওয়ালা মনে কষ্ট পাইবে এবং লজ্জিত হইবে।

১৬। যে স্থানে তুমি ছাড়াও অন্য লোক বসা আছে, তথায় বসিয়া থুথু ফেলিও না বা নাক ঝাড়িও না; বরং প্রয়োজন মত এক পার্শ্বে গিয়া হাজত পুরা করিয়া আস। কেননা, লোকের মধ্যে বসিয়া থুথু ফেলিলে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস।

১৭। খাইতে বসিয়া এমন কোন বস্তুর নাম উল্লেখ করিও না যাহা শুনিয়া অপরের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাজুক তবিয়তের লোকের ইহাতে বড় কষ্ট হইয়া থাকে।

১৮। রোগীর নিকট বসিয়া বা রোগীর কোন আত্মীয়ের নিকট বা রোগীর বাড়ীর লোকের নিকট এমন কোন কথা বলিও না যাহাতে রোগীর জীবনে হতাশা আসিতে পারে। হতাশা-ব্যঞ্জক কথা বলিলে অনর্থক মন ভাংগিয়া পড়িতে পারে। সতুরাং রোগীর যাহাতে মনোবল ভাংগিয়া না পড়ে সেরূপ কথাই বলিবে। যেমন, "খোদার ফজলে ভাল হইয়া যাইবে, ভয়ের কোন কারণ নাই" ইত্যাদি।

১৯। কাহারো সম্বন্ধে কোন গোপনীয় কথা বলিতে হইলে এবং যাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, সে তথায় উপস্থিত থাকিলে চোখে কিংবা হাতে তাহার দিকে ইশারা করিও না, কেননা ইহাতে অনর্থক তাহার মনে সন্দেহ হইতে পারে। ইহা তখনকার কথা, যখন সেই গোপনীয় বিষয়ের কথা বলা শরীতঅত মত দুরুস্ত হয়। কিন্তু যদি শরীঅত মত দুরুস্ত না হয়, তবে তেমন আলাপ করাই গোনাহের কাজ।

২০। কথা বলার সময় অধিক হাত নাচাইও না।

২১। কাপড়ের আঁচল বা জামার আস্তিন দ্বারা নাক মুছিও না।

২২। জুতা, কাপড় ও বিছানা ইত্যাদি ঝাড়িয়া মুছিয়া ব্যবহার করিও। কেননা উহার মধ্যে বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকিতে পারে।

২৩। কাহারো কাপড়ের নীচে গুপ্ত স্থানে ফোঁড়া, বাঘী হইলে তুমি এত তলাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না যে, "কোথায় ফোঁড়া হইয়াছে" ইহাতে অনর্থক তাহাকে লজ্জা দেওয়া হয়।

২৪। রাস্তার উপর বা দরওয়াজার উপর বসিও না, তোমার এবং যাতায়াতকারী সকলেরই অসুবিধা হইতে পারে।

২৫। শরীরে এবং কাপড়ে দুর্গন্ধ হইতে দিও না। কাপড় যদি অতিরিক্ত ধোয়া না থাকে, তবে নিজের পরিহিত কাপড়ই ধুইয়া লও।

২৬। কোন স্থানে লোক বসাবস্থায় ঝাড়ু দিও না।

২৭। ফলের খোসা বা বীচি অন্য লোকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিও না এবং যেখানে সেখানেও ফেলিও না; বরং নির্দিষ্ট এক স্থানে ফেলিও। উহাতে সবুজ সার পয়দা হয়।

২৮। চাকু, কেঁচি, সূচ ইত্যাদি ধারাল বস্তুর দ্বারা খেলিও না। কারণ অসাবধানতাবশতঃ কোথায়ও লাগিয়া যাইতে পারে।

২৯। তোমার বাড়ীতে কোন মেহমান আসিলে প্রথমে তাহাকে পেশাব পায়খানার স্থান জ্ঞাত করাইয়া দিও। অতঃপর মেহমান নৌকায় বা গাড়ীতে আসিলে মজুরী দিয়া নৌকা বা গাড়ীকে

বিদায় কর। কেননা ইহাই ভদ্রতার উত্তম নিদর্শন। আর যদি ঘোড়ায় চড়িয়া বা নিজ গাড়ীতে আসিয়া থাকে, তবে তাঁহার ঘোড়া অথবা গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করিও। মেহমানকে খাওয়াইতে গিয়া সামর্থ্যের বাহিরে বৃথা আড়ম্বর করিও না। কেননা, বৃথা আড়ম্বরে যথাসময়ে খানা দেওয়া যায় না। খানা যদি সাধারণও হয়, তবু যথাসময়ে খাইতে দাও। মেহমান বিদায় হইতে চাহিলে তাড়াতাড়ি নাশ্‌তার ব্যবস্থা করিয়া যথাসময়ে বিদায় দাও। মোটকথা, মেহমানের আরাম ও সুবিধার ব্যাঘাত যাহাতে না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

৩০। পায়খানা অথবা গোসলখানা হইতে বাহির হইবার পূর্বেই পায়জামার ফিতা আটকাইয়া বাহিরে আসিও। ফিতা ধরিয়া বা আটকাইতে আটকাইতে বাহিরে আসিও না, ইহা বড়ই অভদ্রতা ও দৃষ্টিকটু।

৩১। তোমার নিকট কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে তাহার উত্তর দিয়া পরে নিজ কাজে লিপ্ত হও, নতুবা জিজ্ঞাসাকারীর অবমাননা করা ও মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

৩২। কথা বলিবার সময় বা কাহারো কথার উত্তর দিবার সময় পূর্ণরূপে স্পষ্টস্বরে কথা বলিবে, যেন প্রশ্নকারীর বুঝিতে কষ্ট না হয়।

৩৩। কাহারো হাতে কোন বস্তু দিতে হইলে দূর হইতে নিক্ষেপ করিয়া দিও না, বরং নিকটে পৌঁছিয়া হাতে তুলিয়া দাও। নিক্ষেপ করিয়া দেওয়ায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়, পড়িয়া গিয়া ক্ষতিও হইতে পারে।

৩৪। যদি দুই ব্যক্তি কোন কথা বলা বা লেখাপড়ার কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তুমি তাহাদের মধ্যে আসিয়া কোন একজনের সহিত কথা বলিতে বা চেঁচাইতে আরম্ভ করিও না; হাঁ, অনুমতি লইয়া প্রয়োজনীয় কথা বলায় কোন দোষ নাই।

৩৫। যে ব্যক্তির সহিত তোমার কথা বলার প্রয়োজন, সে যদি কোন কাজে বা কথায় লিপ্ত থাকে, তবে তুমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া অমনি তোমার বক্তব্য আরম্ভ করিও না; বরং সুযোগের অপেক্ষা করিয়া অনুমতি লইয়া কথা বল।

৩৬। কোন বস্তু অপর ব্যক্তির হাতে দিতে হইলে সে মজবুত করিয়া না ধরিতে ছাড়িয়া দিও না, অনেক সময়ে বেখেয়ালে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

৩৭। কাহাকেও পাংখা করিতে বা মাথায় ছাতা ধরিতে হইলে খুব সাবধানে পাংখা করিবে এবং ছাতা ধরিবে, যেন তাহার শরীরে না লাগে। পাংখা করার পূর্বে উহা ঝাড়িয়া মুছিয়া নিও। এত জোরে বাতাস করিও না যাহাতে অপরের অসুবিধা হয়।

৩৮। খানা খাইবার সময় হাড্ডি, কাঁটা এদিক-সেদিক নিক্ষেপ করিও না, দস্তরখানার উপর অথবা কোন পাত্রে একত্র করিয়া রাখিয়া বিড়াল কুকুরকে দিও; কেননা, তাহাদেরও হক আছে। তদ্রূপ তরকারীর খোসা বা বীচি যেখানে সেখানে ফেলিও না। উহা নির্দিষ্ট স্থানে ফেল যেন আবর্জনা হইতে না পারে।

৩৯। দ্রুত দৌড়াইয়া অথবা ঊর্ধ্বমুখে পথ চলিও না। ইহাতে পড়িয়া গিয়া অংগহানি হইতে পারে।

৪০। বই কেতাব বন্ধ করার সময় খুব সাবধানে বন্ধ করিও যেন প্রথম বা শেষ ভাগের পাতা মুড়িয়া না যায়।

৪১। নিজ স্বামীর নিকট বেগানা পুরুষের প্রশংসা করিও না; কেননা, কোন কোন পুরুষের মেজাজে ইহা বরদাশত হয় না।

৪২। তদ্রূপ কোন বেগানা স্ত্রীলোকের রূপ-গুণের প্রশংসা তোমার স্বামীর নিকট করিও না; হয়ত তোমার স্বামীর মন ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইতে পারে এবং তোমার উপর হইতে মন উঠিয়া যাইতে পারে।

৪৩। যে লোকের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা নাই, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার বাড়ী-ঘর, পোশাক, অলংকার ধন-দৌলত ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

৪৪। ঘর-দরজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মাসিক তিন দিন বা চার দিন নির্ধারিত করিয়া ঘরের ঝুল ধুলা-বালু, আবর্জনা পরিষ্কার করিও এবং বিছানাপত্র ঝাড়িয়া মুছিয়া যথাস্থানে পরিপাটি করিয়া রাখিও।

৪৫। কাহারো সম্মুখস্থ ডেস্ক অথবা টেবিলের উপর হইতে কোন পুস্তক অথবা কাগজ উঠাইয়া দেখা নিষেধ। কেননা, কাগজে হয়ত কোন গোপনীয় কিছু লিখা থাকিতে পারে। তদ্রূপ পুস্তকের মধ্যে ঐ ধরনের কাগজ ইত্যাদিও থাকিতে পারে। অতএব, বিনা অনুমতিতে কোন বই বা কাগজ স্পর্শ করিলে মালিকের মনে কষ্ট হওয়ার কারণ হইতে পারে।

৪৬। সিঁড়ির উপর দিয়া উঠানামা করিতে হইলে খুব সাবধানে এক পা এক পা করিয়া উঠানামা করিবে। মেয়েদের পক্ষে ত প্রতি কদমে এক সিঁড়ির বেশী অতিক্রম করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে; তদ্রূপ ছেলেপেলেদিগকেও সিঁড়িতে উঠানামার বিষয় খুব সতর্ক করিয়া দিও।

৪৭। যে স্থানে অন্য লোক বসা আছে তথায় কোন কাপড় ঝট্‌কান বা পুস্তক ঝাড়া দেওয়া বা ধুলা বালি ফুঁক দিয়া পরিষ্কার করা অনুচিত; কেননা, ইহাতে অপরের কষ্ট হইবে; ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস।

৪৮। কাহারো রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্টের সংবাদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে না জানিয়া অপরের নিকট বলিও না। বিশেষ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট মোটেই বলা উচিত নহে। কেননা, যদি ভুল সংবাদ প্রচার করিয়া থাক, তাহা হইলে উক্ত লোকের আত্মীয়-স্বজনেরা অনর্থক পেরেশান হইবে এবং তোমাকে তিরস্কার করিবে যে, "এই অশুভ সংবাদ কোন্ বদ-বখত প্রচার করিল।"

৪৯। তদ্রূপ সামান্য অসুখের বা সাধারণ কষ্টের সংবাদ প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনকে চিঠিপত্রে জানান উচিত নহে।

৫০। কফ, থুথু, পানের পিক ইত্যাদি দেয়ালে, বেড়ায় বা কপাটের উপর ফেলিও না। তৈলাক্ত হাত বেড়ায় বা কপাটে মুছিও না বরং সাবান দ্বারা না হয় মাটি মাখিয়া ধুইয়া ফেল।

৫১। খাওয়ার মজলিসে তরকারীর প্রয়োজন হইলে মেহমানের সম্মুখ হইতে পেয়ালা বা বাটী উঠাইয়া নিও না; বরং অন্য পেয়ালায় করিয়া তরকারী আনিয়া দাও।

৫২। কেহ চৌকিতে শোয়া বা পিঁড়িতে বসা থাকিলে তাহার নিকট দিয়া যাতায়াত করার সময় চৌকিতে বা পিঁড়িতে যেন ধাক্কা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও।

৫৩। চৌকির উপর দিয়া তাকের উপর হইতে কোন দ্রব্য নামাইতে বা উঠাইতে হইলে খুব সাবধানে উঠাইবে নামাইবে যেন শায়িত ব্যক্তির আরামের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

৫৪। খানা-পিনার কোন দ্রব্য খোলা রাখিও না। এমনকি মেহমানের সম্মুখস্থ ঐ সকল খাদ্যও খোলা রাখিও না যাহা একটু পরে খাওয়া হইবে।

৫৫। মেহমানের উচিত যে, পেট ভরিয়া গেলে সামান্য ভাত তরকারী যেন বাঁচাইয়া রাখে, নতুবা বাড়ীওয়ালা মনে করিতে পারে যে, মেহমানের খানা কম হইয়াছে। ইহাতে মেজবান (বাড়ীওয়ালা) বড় লজ্জা অনুভব করে।

৫৬। যে সকল থালা-বাসন, হাড়ি-পাতিল একেবার শূন্য হইয়াছে, উহা আলমারি বা তাকের উপর উপুড় করিয়া রাখিও।

৫৭। হাঁটা চলার সময় পা একটু উঠাইয়া উঠাইয়া কদম ফেলিও, হেঁচড়াইয়া হেঁচড়াইয়া চলিও না; ইহাতে জুতা অতি তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায় এবং দেখিতেও দৃষ্টিকটু লাগে।

৫৮। চাদর, শাড়ী, ওড়না ইত্যাদি নেতড়াইয়া নেতড়াইয়া চলিও না।

৫৯। কেহ যদি নিমক বা অন্য কোন সামান্য বস্তু চায়, তবে তাহা হাতে করিয়া আনিও না; বরং কোন বরতনে করিয়া দাও। কেননা, হাতে হাতে দেওয়া অভদ্রতা।

৬০। মেয়েদের সম্মুখে কোন প্রকার বে-হায়ায়ী বা অশ্লীল কথা বলিও না; ইহাতে মেয়েদের হায়া-শরম লোপ পাইতে থাকে।

কতিপয় শালীনতাহীন ও ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস— যাহা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়

১। মেয়েদের একটি বদ অভ্যাস এই যে, তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার যুক্তিপূর্ণ কোন উত্তর দেয় না; বরং অযথা বাগাড়ম্বর করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাজে কথা মিলাইয়া দেয়। শেষে আসল কথা ঠিক মত বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নকর্তা নিশ্চিত হইতে পারে না, এইরূপ করা ঠিক নহে। মনে রাখিও, তোমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহা ভাল মত বুঝিয়া প্রয়োজন মত উত্তর দাও।

২। মেয়েলোকদিগকে যদি কোন কাজের হুকুম করে, তবে একদম চুপ করিয়া থাকে। কোন উত্তর না দেওয়ার কারণে হুকুমদাতার মনে সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, আল্লাহ্ই জানেন শুনিল কি না? শেষ পর্যন্ত মনে একটা অশান্তি থাকিয়া যায়। আর মনে ভাবে যে, হয়ত শুনিয়াছে এবং কাজটি করিবে। কিন্তু আসলে সে শুনেই নাই; উহার ভরসায় থাকিয়া আর কাজ হয় না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, "আমি শুনি নাই।" কাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রতি উত্তর না দেওয়ায়, শুনে নাই মনে করিয়া হুকুমদাতা পুনরায় তাগিদ করিলে আর রক্ষা নাই, অমনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া বলে যে, "শুন্ছি, শুন্ছি! এত মাথা খাইতেছ কেন?" অথচ পূর্বেই একবার হুকুম শোনার পরই যদি উত্তর করিত যেঃ "হাঁ শুনিয়াছি, কাজ করিতে যাই।" তাহা হইলে আর আপোষে এমন মনোমালিন্য হইত না।

৩। কখনও গৃহকর্তীগণ অধীনস্থ চাকর-চাকরাণীকে কাজের আদেশ করিবার সময় বা ঘরের অন্য কাহারো সহিত কথা বলিবার সময় দূর হইতে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কথা বলিতে থাকে। উহাতে বে-পর্দা ও বে-হায়ায়ীর নগ্ন প্রকাশ ঘটে। কেননা, দূর হইতে চিল্লাইয়া বলার কারণে সব কথা ভালরূপে বুঝা যায় না, যাহার ফলে কিছু কাজ বাকী থাকিয়া যায় এবং কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া গেলে গৃহকর্তী ক্ষিপ্ত হইয়া অধীনস্থদিগকে তিরস্কার করিতে থাকে। চাকরগণ ধমক খাইয়া উত্তর

করিয়া থাকে যে, হুকুমটা পুরাপুরি বুঝে আসে নাই বা শুনিতে পাই নাই। এইরূপে ধমক বা বাক্-বিতণ্ডায় অনেক সময় ব্যয় হয় এবং কাজের ক্ষতি হয়। তদ্রূপ চাকর বা কর্মচারীগণও বাহির হইতে কোন কথার উত্তর আনিয়া দূর হইতে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া বলিতে বলিতে দরজা পর্যন্ত আসে। ইহাতেও কিছু কথা বুঝা যায় আবার কিছু বুঝা যায় না। অতএব, আদব তমীযের কথা হইল এই যে, যাহার সহিত কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহার নিকট উপস্থিত হও, না হয় তাহাকে ডাকিয়া নিকটে উপস্থিত কর। অতঃপর তাহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া বল এবং নিজেও বুঝিয়া শুনিয়া রাখ।

৪। একটি আয়েব এই যে, মেয়েরা হাতে পয়সা থাকুক বা না থাকুক কোন বস্তু পছন্দ হইলেই নিষ্প্রয়োজনেও খরিদ করিয়া লয়। কর্জ করিয়া হইলেও লয়, কোন পরওয়া করে না। আর যদি কর্জ নাও করিতে হয়, তবু নিজ পয়সা অপ্রয়োজনে খরচ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নহে; বরং অযথা অর্থ ব্যয় করা গোনাহ্‌র কাজ। সুতরাং খরচ করার পূর্বেই খুব চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, এই স্থানে খরচ করায় দ্বীনের কোন ফায়দা বা দুনিয়ার প্রয়োজন আছে কিনা? যদি কোন ফায়দা মনে কর, তবে খরচ করিও। যতদূর সম্ভব কখনো কর্জ করিও না। যদি কিছু কষ্ট হয় হউক।

৫। একটি আয়েব এই যে, দেশেই হউক বা বিদেশে কোথায়ও বেড়াইতে যাইতে হইলে অযথা ঘুরাঘুরি করিয়া বিলম্ব করিয়া ফেলে। শেষে গন্তব্য স্থানে অমসয়ে এবং দুর্যোগ পোহাইয়া পৌঁছিতে হয়। কখনও অসময়ে রাস্তা-ঘাটে চলিতে জান-মালের সংশয় উপস্থিত হয়। গরমের দিনে গড়িমসি করিয়া বিলম্বে রওয়ানা হওয়ার কারণে রৌদ্রের মধ্যে ছেলেপেলে নিয়া কষ্ট পাইতে হয়। তদ্রূপ বর্ষার দিনে যথাসময়ে রওয়ানা না হওয়ায় ঝড়-বৃষ্টিতে পায়, ফলে রাস্তা-ঘাট কর্দমাক্ত হইয়া গাড়ী-ঘোড়ায় চলার অসুবিধা হইয়া পড়ে। মোটকথা, বিলম্বে রওয়ানা হওয়ায় বহুমুখী বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। অতএব, যেখানেই যাইতে হয় সময় থাকিতে রওয়ানা হইলে সকল দিক দিয়াই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

যদি নিজ এলাকায় বা শহরেই কোন মহল্লায় যানে আরোহণ করিয়া যাইতে হয়, তবু অযথা ঘুরাঘুরি করিয়া সময় নষ্ট করিবে না। কারণ উহাতে বেহারাদের বা গাড়ীওয়ালাদের অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইতে হয়। অবশেষে ভাড়া নিয়া বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ওদিকে দেড়িতে রওয়ানা হওয়ায় বিলম্বে ফিরিতে হয়। নিজ কাজে ও খাওয়াদাওয়ার এন্তেজামে বিলম্ব হয়। কখনও বা তাড়াহুড়ার কারণে খানা নষ্ট হইয়া যায়। গৃহস্বামী খানার তাগিদে থাকেন, শিশুরা খানার জন্য কাঁদিতে থাকে, ইত্যাদি অসংখ্য ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তাই যদি বিলম্ব না করিয়া যথা সময়ে রওয়ানা হয়, তবে আর উল্লিখিত অসুবিধাসমূহের সৃষ্টি হয় না।

৬। একটি আয়েব এই যে, সফরে বা প্রবাসে যাইবার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামানপত্র লইয়া বিরাট বোঝার সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাহা বহন করিতে সঙ্গী পুরুষদের নানারূপ কষ্ট হইয়া থাকে। বসিতে স্থান হয় না, সওয়ারীর কষ্ট হয়, রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করিতে হয়, কখনও সঙ্গী পুরুষদেরই পিঠে বহন করিয়া নিতে হয়, অথবা কুলীর অতিরিক্ত মজুরি দিতে হয়। শেষ কথা, সকল বিপদ পুরুষদের মাথায় পড়ে, আর মেয়েরা দিব্যি আরামে ভিতরে বসে থাকে। অতএব, সফরের সময় আসবাব-পত্র খুব সংক্ষিপ্ত লইবে। বিশেষতঃ রেলে ভ্রমণের সময় অধিক সামান হইলে বেশী কষ্ট পাওয়ার কথা।

৭। একটি আয়েব এই যে, নৌকায় অথবা গাড়ীতে সওয়ার হওয়ার সময় বে-গানা পুরুষ-দিগকে একদিকে সরিয়া যাইতে বলে, না হয় চোখ ঢাকিয়া থাকিতে বলে। এদিকে ইহারা নৌকায় বা গাড়ীতে সওয়ার হইয়া পর্দা করিয়া পুনঃ আর বলেন না যে, "এখন আমাদের পর্দা হইয়াছে।" অতএব, আর চোখ ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। কোন কথা না বলার কারণে বেচারা বে-গানা পুরুষরা দূরে সরিয়া বা চোখ ঢাকিয়া অপেক্ষা করিয়া কষ্ট পাইতে থাকে। আবার অনেক্ষণ দেরী দেখিয়া, কখন পর্দা হইয়াছে মনে করিয়া নিকটে আসিয়া পড়ে বা চোখ খুলিয়া বসে অথচ এখন পর্যন্ত পর্দা করা হয় নাই বা একটু দেরী আছে। অতএব, পুনরায় কথা না বলার কারণে বে-পর্দা হইয়া সকলকে গোনাহ্গার হইতে হয়। বে-গানা পুরুষদের যদি জানা থাকে যে, মহিলারা পর্দা করিয়া আওয়াজ দিবে, তবে তো আর তাহারা অনুমতি ছাড়া সম্মুখে আসিত না বা পর্দার ব্যাঘাত হইত না বরং অপেক্ষা করিত। প্রথমবারে পর্দার হুকুম করিয়া পুরুষদের হুঁশিয়ার করাইয়া নিজেরা পর্দা করিয়া ২য় বার কথা না বলার দরুন উল্লিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

৮। একটি আয়েব এই যে, যাহার বাড়ী বেড়াইতে যায়, সওয়ারী বা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে সোজাসুজি তার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। কখনও এমন হয় যে, সেই বাড়ীর পুরুষ লোক ঘরের মধ্যে অবস্থিত থাকে আর মেয়েরা তার সামনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বে-পর্দা হইয়া যায়, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। তোমার উচিত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তুমি যার ঘরে যাইবে প্রথমতঃ সেখানে খবর পৌঁছাইবে। অতঃপর অনুমতি পাইয়া গাড়ী বা সওয়ারী হইতে নামিয়া ঘরে যাইবে।

৯। একটি আয়েব এই যে, গাড়ীতে বা নৌকায় সওয়ার হইবার নিমিত্ত বিলম্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক আগেই রাস্তায় পর্দা করাইয়া দেয়; যদ্দরুন অপরাপর লোকগণের যাতায়াতে কষ্ট হইতে থাকে। আর এদিকে মেয়েরা রওয়ানা হইবার জন্য ঘোরাফেরায় থাকে।

১০। একটি আয়েব এই যে, আপোষে দুইজন মেয়েলোক কথা বলার সময় একজনের কথা বলা শেষ না হইতেই অপরজন কথা বলিতে আরম্ভ করে, আবার কোন সময়ে দুইজন একত্রেই বলিতে আরম্ভ করে। শেষে কেহ কাহারও কোন কথা বুঝে না। অতএব, এইরূপ কথা বলায় কোন ফায়দা নাই। কাজেই একজনের কথা শেষ হইলে তারপর তুমি বলিও।

১১। একটি আয়েব এই যে, অসাবধানে টাকা-পয়সা বা গহনাদি বালিশের নীচে অথবা তাকের উপর খোলা অবস্থায় ফেলিয়া রাখে। তালা-চাবি থাকা সত্ত্বেও অলসতার কারণে হেফাযত করিয়া রাখে না; অবশেষে কোন বস্তু হারাইয়া গেলে ঘরের নিরপরাধ লোকদের নামেও দোষারোপ করিতে থাকে।

১২। একটি আয়েব এই যে, কোন বস্তু হারাইয়া গেলে তাহ্কীক করিয়া না দেখিয়াই কাহারও উপর দোষারোপ করিয়া বসে। যেমন কেহত কোন এক সময়ে চুরি করিয়াছিল। তাহার নামেই সোজাসুজি বলিয়া ফেলে যে, তাহারই কাজ, সেই নিয়াছে। অথচ সমস্ত অন্যায়ই যে একজনে করিয়া থাকে, ইহা কোন স্বতঃসিদ্ধ নহে। এইরূপ অন্যান্য নোকছানের বেলায়ও সাধারণ সন্দেহের কারণে কাহারো নামে সাজাইয়া গড়াইয়া এমন ঘটনা তৈরি করিয়া দেয় যে, তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া যায়।

১৩। একটি আয়েব এই যে, এদের কাহাকেও কোন কাজের হুকুম দিলে কাজ করিতে যাইয়া উহার সহিত আরও দুই একটা কাজ জড়াইয়া সব একত্র করা আরম্ভ করিয়া দেয়। অবশেষে কাজ সমাধা করিয়া অতি বিলম্বে উপস্থিত হয়। ইহাতে হুকুমদাতার মনে অশান্তি ও অস্থিরতা আসে।

কেননা, সে মাত্র একটি কাজের জন্য পাঠাইয়াছে। বিলম্বে তাহার অস্থিরতা আসা স্বাভাবিক। এইদিকে এই বুদ্ধিমতী বিলম্বে উপস্থিত হইয়া বলে যেঃ "নাও, দুইটা কাজ সমাধা করিয়া আসিয়াছি।" এইরূপ কখনও করিও না। প্রথমে যে কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা সমাধা করিয়া পরে অবসর মত নিজ কাজে লিপ্ত হইও।

১৪। একটি আয়েব এই যে, অলসতার কারণে যখনকার কাজ তখন করে না; বরং অন্য সময়ের জন্য ফেলিয়া রাখে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে কাজ পড়িয়া থাকে এবং নোকছান হইয়া থাকে।

১৫। একটি আয়েব এই যে, কর্মতৎপরতা ও দূরদর্শিতা নাই। প্রয়োজন ও সুযোগের দিকে লক্ষ্য করে না যে, জলদির সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে ঝট্‌পট্ কাজ সমাধা করে নিবে; বরং সব সময়ই একটানা মন্থরগতি ও টালবাহানা করিয়া থাকে। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে সুযোগ নষ্ট হইবার কারণে আসল কাজ পণ্ড হইয়া যায়।

১৬। একটি আয়েব এই যে, পান-তামাকের খরচ এত বাড়াইয়া লয় যে, গরীব লোকদের পক্ষে উহা বহন করাই দুষ্কর। কোন কোন ধনী-বিলাসী লোকের বাড়ীর পান তামাকের খরচায় চার পাঁচটা গরীব পরিবারের সমস্ত খরচ বহন হইতে পারে। অতএব, পান-তামাকের বেহুদা খরচ কমান উচিত। পান তামাকের অপকারিতা এই যে, থাকিলে পরে নিষ্প্রয়োজনেও খাওয়া আরম্ভ করে। অবশেষে অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে আর ছাড়িতে পারে না, ফলে অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ বহন করিতে হয়। এইজন্য উহা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

১৭। একটি আয়েব এই যে, দুই ব্যক্তি কোন বিষয় আলাপ করিতে থাকিলে ইহারা অযাচিতভাবে অনর্থক সেই কথায় অংশ গ্রহণ করে এবং পরামর্শ দিতে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট কেহ কোন পরামর্শ না চায় ততক্ষণ একেবারে বোবা ও বধির হইয়া থাক।

১৮। একটি আয়েব এই যে, ইহারা কোন মেয়ে মহল হইতে আসিয়া তথাকার সকল মেয়েলোকদের অলংকার, গঠন, রূপ, পোশাক ইত্যাদির কথা নিজ নিজ স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতে থাকে। আচ্ছা যদি উহা শ্রবণে তাহাদের কাহারও উপর তোমার স্বামীর মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তোমার মস্তবড় ক্ষতি হইবে না কি? অতএব, অপর মেয়েলোকের রূপের প্রশংসা নিজ স্বামীর নিকট করিও না।

১৯। একটি দোষ এই যে, কাহারও সহিত কথা বলার প্রয়োজন হইলে সে যদি কোন কথায় বা কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তার কাজে বা কথায় বাধা দিয়া (সে কাজ যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন) নিজের কথা বলিবেই; তাহার কাজ বা কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিবে না বা অনুমতিও চাহিবে না। এইরূপ অধৈর্য অভদ্রজনোচিত। কাজেই একটু অপেক্ষা করিয়া তোমার কথা যেন সে শুনে, সেদিকে আকৃষ্ট করাইবার চেষ্টা কর। যখন সে তোমাকে সুযোগ দিবে, তখন কথা বলিও।

২০। একটি আয়েব এই যে, ইহাদের সহিত কথা বলিলে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সব কথা শুনে না। কথা শুনার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্য কাজও করে এবং অপরের কথারও উত্তর দিতে থাকে। ইহাতে যে ব্যক্তি কথা বলিতে আসিয়াছে, তাহার মনে কষ্ট হয় বলিয়া বার বার তাকিদ করে, "শুন্‌ছেন ত বুঝছেন ত!" প্রতি উত্তরে বলে যে, হাঁ, বলতে থাকেন, শুন্‌ছি। অথচ

মনোযোগ না থাকায় বক্তার কথা বলায় তৃপ্তি হয় না এবং কাজ হওয়ারও আশা করতে পারে না। কেননা, যখন সে কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনে নাই তখন কাজ করিয়া দেওয়ার কি আশা?

২১। একটি আয়েব এই যে, কোন কথা বা সংবাদ বলিতে গিয়া আধুরা বা অসম্পূর্ণ বলিয়া থাকে। যদ্দরুন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং আসল কাজ ব্যাহত হইয়া যায়। সুতরাং কথা বলিবার সময় সম্পূর্ণ বুঝাইয়া বলিবে, যেন, কোন সন্দেহ না থাকে।

২২। একটি দোষ এই যে, নিজ ভুলত্রুটি কখনও স্বীকার করিতে রাযী হয় না বরং যথাসম্ভব কথা সাজাইয়া গড়াইয়া দোষ চাপা দিতে চেষ্টা করে। চাই তাহার বানান কথার মধ্যে কোন যুক্তির বালাই থাকুক বা না থাকুক।

২৩। একটি আয়েব এই যে, যদি কেহ কোন বস্তু ইহাদিগকে দেয় বা ভাগে পায় আর সেই বস্তু যদি ক্ষুদ্র বা সামান্য হয়, তবে উহার প্রতি নাক ছিট্‌কাইয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বলে যে, "এই সামান্য বস্তু না পাঠাইলেই হইত। কে দিতে বলিল, দিতে লজ্জাবোধ হইল না?" ইত্যাদি বলিয়া উহার অবমাননা করিয়া থাকে। ইহা বড়ই অন্যায় ও অভদ্রতা। কেননা, তাহার যেরূপ হিম্মত ও সামর্থ্য ছিল, সেইরূপ দিয়াছে। তোমার ত কোন ক্ষতি করে নাই, দিতে দিতেই হাত বড় হইবে। অতএব, কাহারো দেওয়া কোন বস্তুকে তুচ্ছ মনে করিও না। যাহারা অপরের দেওয়া ক্ষুদ্র বস্তুর কদর করিতে জানে না তাহারা নিজ স্বামীর দেওয়া বস্তুর প্রতিও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং অসংখ্য দোষত্রুটি বাহির করিয়া ক্রোধে বা রাগে ফুঁপাইয়া নাক ছিট্‌কাইয়া থাকে। এই প্রকৃতির স্ত্রীলোকেরা বড়ই হতভাগা। ইহাদের কাপালে দুঃখের আর সীমা থাকে না।

২৪। একটি আয়েব এই যে, কোন কাজের হুকুম দিলে অনর্থক সেই কাজ লইয়া বাক-বিতণ্ডা করিয়া তারপর কাজ করিবে। আচ্ছা, কাজ যখন করিতে হইবেই তখন আর গড়িমসি করিয়া লাভ কি? ইহাতে হুকুম দাতার মনে আঘাত দেওয়া হয়।

২৫। একটি আয়েব এই যে, কাপড় পরিধানে রাখিয়াই আনেক সময় সেলাই করিয়া লয়। ইহাতে কখনও অসাবধানতাবশতঃ সূঁচ শরীরে বিঁধিয়া যায় এবং অনর্থক কষ্ট করিতে হয়।

২৬। একটি আয়েব এই যে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার সময় বা আসিবার সময় অবশ্য একটু কাঁদিবেই। যদি কাঁদা না আসে তবুও কাঁদা কাঁদা ভাব দেখাইবে। এইরূপ করার কারণ এই যে, যদি মায়া কান্না না কাঁদা হয়, তবে হয়ত লোকে বলিবে যে, "পাষাণ-দিল মেয়ে, এর মনে কোন মমতা নাই।" এই কথার খোঁটা হইতে বাঁচিবার জন্য একটু কৃত্রিম কান্না হইলেও কাঁদা চাই।

২৭। একটি আয়েব এই যে, ছোট ছেলে-পেলেদিগকে সর্দি হইতে বা গর্মি হইতে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা করে না। শেষে রুগ্ন হইয়া পড়িলে তাবীজ-তুমার ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি করিতে করিতে পেরেশান থাকে, তবু ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক এবং ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে না।

২৮। একটি আয়েব এই যে, ছেলে-পেলেদিগকে ক্ষুধা না থাকিলেও খাওয়ায়। তদ্রূপ মেহমানকেও অনর্থক অনুরোধ করিয়া ক্ষুধাবিহীন অবস্থায় খানা-খাওয়াইয়া থাকে। অবশেষে অ-ক্ষুধায় খানা খাইয়া তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ

১। দুই পুত্রের বা দুই কন্যার বিবাহ যতদূর সম্ভব একই সময়ে সম্পন্ন করা উচিত নহে। কারণ দুই বৌ বা দুই জামাতা বংশ মর্যাদায়, রূপে-গুণে, আদব-তমিযে শিক্ষা-দীক্ষায়, হায়া-শরমে